Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmrbbd@gmail.com

Falgun 10, 1430 Bangla, February 23, 2024, Friday, No. 54, 54th year

H I G H L I G H T S

Prime Minister Sheikh Hasina reiterates that Bangladesh won't engage in war with anyone. But ability to protect independence and sovereignty must be achieved. (VOA: 6, Jago FM: 15,16)

European Commission President congratulates Sheikh Hasina on her re-election as Prime Minister - says, EU will work with Bangladesh to uphold and advance democracy, human rights and rule of law. (VOA: 8, Jago FM: 15)

Foreign Minister Dr. Hasan Mahmud says, the veto of the United States on the ceasefire proposal in Gaza in the UNSC is deeply disappointing as extreme human rights violations are taking place there. (Jago FM: 18)

Home Minister Asaduzzaman Khan Kamal says, govt. has nothing to do about bail of BNP leaders - adds, BNP can't now claim itself as opposition party as it didn't participate in election this year. (VOA: 8, Jago FM: 16)

Finance Minister Abul Hasan Mahmud Ali says, there is some pressure to repay foreign debt. However, this pressure is not too much. (VOA: 9, Jago FM: 17)

Agriculture Minister Dr. Md. Abdus Shaheed says, about 30 percent of crops and food are spoiled and wasted in Bangladesh at different stages after harvesting. (R. Today: 13)

State Minister for Information and Broadcasting Mohammad Ali Arafat says, he wants to challenge misinformation and disinformation with true information - adds, there are a lot of wrong information in RSF published 2023 report. (Jago FM: 19)

State Minister for Commerce Ahsanul Islam Titu comments, people have more money than they need - adds, products entering market are not remaining unsold and none is returning empty-handed. (Jago FM: 17)

BNP leader Rizvi says, foreign perception is being expressed in textbooks - adds, Indian culture, costumes and drama were included in textbooks. (R. Today: 14)

Sugar and Food Industries Corporation has fixed price of sugar 160 taka per kg increasing 20 taka - according to a notice of corporation, this price has been fixed in coordination with int'l market. (R. Today: 15)

Terrible situation of mismanagement in health sector has been revealed further through another child's death in a diagnostic center in Dhaka - two doctors have been arrested in this incident. (DW: 11)

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
ফাল্গুন ১০, ১৪৩০ বাংলা, ফেব্রুয়ারি ২৩, ২০২৪, শুক্রবার, নং- ৫৪, ৫৪তম বছর

শিরোনাম

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পুনর্ব্যক্ত করেছেন যে, বাংলাদেশ কারও সঙ্গে যুদ্ধে জড়াবে না। তবে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সক্ষমতা অর্জন করতে হবে । (ভোয়া: ৬, জাগো এফএম: ১৫,১৬)

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পুনরায় নির্বাচিত হওয়ায় শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট - বলেন, ইইউ গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং আইনের শাসনকে সমুন্নত রাখতে এবং এগিয়ে নিতে বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করে যাবে। (ভোয়া: ৮, জাগো এফএম: ১৫)

চরমভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে উল্লেখ করে গাজায় যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্রের ভেটো দেওয়ার বিষয়টিকে গভীর হতাশাব্যঞ্জক বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। (জাগো এফএম: ১৮)

বিএনপি নেতাদের জামিনের বিষয়ে সরকারের কিছু করার নেই বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল - বলেন, বিএনপি এখন তাদেরকে বিরোধী দল বলে দাবি করতে পারে না, কারণ দলটি এবার নির্বাচন করেনি। (ভোয়া: ৮, জাগো এফএম: ১৬)

বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের চাপ প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী বলেছেন, বিদেশি ঋণ পরিশোধের প্রেসার কিছুটা আছে। তবে খুব যে বেশি প্রেসার বিষয়টা ওই রকম নয়। (ভোয়া: ৯, জাগো এফএম: ১৭)

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুস শহীদ বলেছেন, বাংলাদেশে ফসল সংগ্রহের পর বিভিন্ন পর্যায়ে প্রায় ৩০ শতাংশ ফসল ও খাদ্য নষ্ট ও অপচয় হয়। (রে. টুডে: ১৩)

তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত বলেছেন, সত্য তথ্য দিয়ে তিনি অপতথ্য ও ভুল তথ্যকে চ্যালেঞ্জ জানাতে চান - বলেন, আরএসএফ প্রকাশিত ২০২৩ সালের প্রতিবেদনে অনেক ভুল তথ্য আছে। (জাগো এফএম: ১৯)

মানুষের হাতে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি টাকা আছে এমন মন্তব্য করে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেছেন, বাজারে যে পণ্য ঢুকছে তা অবিক্রীত থাকছে না এবং কেউ খালি হাতে ফিরছেন না। (জাগো এফএম: ১৭)

বিএনপি নেতা রিজভী বলেছেন, পাঠ্যপুস্তকে ভিনদেশী চেতনা প্রকাশ করা হচ্ছে। তিনি অভিযোগ করেন, পাঠ্যবইয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি, পোশাক পরিচ্ছদ ও নাটকের অন্তর্ভুক্তি হচ্ছে।। (রে. টুডে: ১৪)

প্রতি কেজি চিনির মূল্য বিশ টাকা বাড়িয়ে ১৬০ টাকা নির্ধারণ করেছে চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন। সংস্থাটির এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সমন্বয় করে এই দর ঠিক করা হয়েছে। (রে. টুডে: ১৫)

সুন্নতে খৎনা করাতে গিয়ে দেড় মাসেরও কম সময়ের ব্যববধানে ঢাকার একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে আরেক শিশুর মৃত্যুতে স্বাস্থ্যখাতে অব্যবস্থাপনার ভয়াবহ চিত্র আবার ফুটে উঠলো। এই ঘটনায় দুইজন চিকিৎসককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। (ডয়চে ভেলে: ১১)

বিবিসি

পাকিস্তানের বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার পেছনের ইতিহাস

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর যুক্তরাজ্য বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ায় ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো কমনওয়েলথ থেকে পাকিস্তানকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। সেই ভুট্টোই দুই বছরের মাথায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানকে আলিঙ্গন করে উষ্ণ অভ্যর্থনায় বরণ করে নিয়েছিলেন লাহোর বিমানবন্দরে। লাহোর বিমানবন্দরে সেদিন শেখ মুজিবুর রহমান সহ বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানানো হয় ২১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে 'গার্ড অব অনার' দিয়ে। কূটনৈতিক শিষ্টাচার মেনে উত্তোলন করা হয় বাংলাদেশের পতাকা, লাউড স্পিকারে বাজানো হয় বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। তারিখটি ছিল ২৩শে ফেব্রুয়ারি, সাল ১৯৭৪। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় নয় মাস পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী থাকার পর সেটিই ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের প্রথম পাকিস্তান সফর। লাহোরে অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্স, ওআইসি'র দ্বিতীয় সম্মেলনে অংশ নিতে যাওয়া বাংলাদেশের সাত সদস্যের দলের নেতৃত্বে ছিলেন শেখ মুজিব। বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল যদিও ওআইসি সম্মেলনে যোগ দিতেই লাহোর গিয়েছিল, তারা সম্মেলনের শহরে পৌঁছায় তিন দিনের সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন, মূল সম্মেলনের আনুষ্ঠানিকতা শুরুর একদিন পর। কারণ আগের দিন ২২শে ফেব্রুয়ারি জুলফিকার আলী ভুট্টো বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়ার ঘোষণা দেয়ার পরই শেখ মুজিব লাহোরে যাওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন। লাহোরে অনুষ্ঠিত হওয়া ওআইসি'র সেই সম্মেলনের সবচেয়ে আলোচিত ঘটনাই ছিল বাংলাদেশকে পাকিস্তানের স্বীকৃতি দেয়া। আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম গুলোয় ফলাও করে প্রচার করা হয়েছিল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার আনুষ্ঠানিকতা ও সেটির সাথে সম্পৃক্ত খুঁটিনাটি বিষয়গুলো।

কিন্তু বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার প্রশ্নে চরম বিরোধী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো কোন প্রেক্ষাপটে তার অবস্থান পরিবর্তন করেছিলেন ? পাকিস্তানের স্বীকৃতি বাংলাদেশের জন্য কূটনৈতিকভাবে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল ? বাংলাদেশকে স্বীকৃতির প্রশ্নে মি. ভুট্টো এতটাই একগুঁয়ে ছিলেন যে '৭২ এর জানুয়ারিতে একাধিক দেশের সাথে পাকিস্তানের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেন তিনি। সে বছর যুক্তরাষ্ট্রের পত্রিকা নিউইয়র্ক টাইমসের ১৪ই জানুয়ারির প্রতিবেদনে খবর প্রকাশ করা হয় যে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ায় ভারতের পর বুলগেরিয়া, পোল্যান্ড আর মঙ্গোলিয়ার সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে পাকিস্তান। বাংলাদেশকে যেই দেশ স্বীকৃতি দিবে, সেই দেশের সাথেই পাকিস্তান সম্পর্ক ছিন্ন করবে বলেও ঘোষণা দেন তিনি। দুই বছরের মধ্যেই মি. ভুট্টোর মনোভাব ইউ-টার্ন নেয়ার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল মুসলিম দেশগুলোর নেতাদের চাপ আর পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর বাংলাদেশে থাকা ৯০ হাজারের বেশি যুদ্ধবন্দীকে যাদের মধ্যে সেনা কর্মকর্তা ছাড়াও নারী ও শিশু সহ বেসামরিক ব্যক্তিও ছিলেন আটক করে ভারতে নিয়ে যাওয়া হয় ভারতীয় সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে। আবার পাকিস্তানেও আটকে পড়েছিল প্রায় চার লাখ আটকে পড়া বাংলাদেশি। এর সাথে বাংলাদেশে আটকে পড়া উর্দুভাষী বিহারিদের হস্তান্তরের বিষয়টিও তখন সমাধান হয়নি। বাংলাদেশের সাথে পাকিস্তানের সরাসরি কূটনৈতিক সম্পর্ক না থাকায় এই যুদ্ধবন্দীদের পাকিস্তানে ফেরানোর প্রক্রিয়া সেসময় বিলম্বিত হচ্ছিল। এই যুদ্ধবন্দীদের ফেরানোর নীতিমালা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ১৯৭২ এর জুলাইয়ে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সিমলা চুক্তি হয় ও তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৩ সালের আগস্টে দিল্লি চুক্তি হয়। এরপর ১৯৭৩ এর সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয় যুদ্ধবন্দীদের হস্তান্তর প্রক্রিয়া।

এই যুদ্ধবন্দীদের ফেরানোর প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য মি. ভুট্টোর ওপর চাপ ছিল পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ ও মি. ভুট্টোর রাজনৈতিক বিরোধীদের তরফ থেকে। যে কারণে ১৯৭৪ সালে যখন মি. ভুট্টো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার ঘোষণা দেন, তখন পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের একটা বড় অংশ ঐ সিদ্ধান্তকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেন বলছিলেন পাকিস্তানের সাংবাদিক হুসেইন নকি, যিনি সাংবাদিক হিসেবে লাহোরের ওআইসি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মি. নকি বলছিলেন, "১৯৭১ সালে বাংলাদেশের যুদ্ধ চলাকালীন সময় পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ জানতো না যে সেখানে এই মাত্রার সহিংসতা চালানো হয়েছে। কারণ সেসময় টিভি চ্যানেল, পত্রিকা সব ছিল সরকার নিয়ন্ত্রিত। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মানুষ যখন ধীরে ধীরে জানতে শুরু করে, তখন থেকে তাদের মধ্যে বাংলাদেশের জন্য এক ধরনের সমর্থন তৈরি হয়। তাই ১৯৭৪ সালে মি. ভুট্টো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ায় মানুষ তার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছিল।" এর পাশাপাশি ওআইসি সম্মেলনকে কেন্দ্র করে মুসলিম বিশ্বের সেসময়কার প্রভাবশালী নেতারাও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করেছিলেন মি. ভুট্টোর ওপর। নিউইয়র্ক টাইমসের খবর অনুযায়ী, ২২শে ফেব্রুয়ারি স্বীকৃতির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়ার পরের বক্তব্যে মি. ভুট্টো বলেছিলেন, "আমি বলবো না যে এই সিদ্ধান্ত আমার পছন্দ হয়েছে। কিন্তু বড় দেশগুলো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে আমাদের উপদেশ দিয়েছে। আমাদের বিরোধীরা নয়, বন্ধু ও ভাইয়েরা এই সিদ্ধান্ত নেয়ার উপদেশ দিয়েছে।"

লাহোরে অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরের সংবাদ সম্মেলনেও মি. ভুট্টো মুসলিম দেশগুলোর প্রভাবের বিষয়টি উল্লেখ করেন। মুসলিম বিশ্বের সে সময়কার প্রভাবশালী নেতাদের বাংলাদেশের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব তৈরি করার পেছনে শেখ মুজিবুর রহমানের কূটনৈতিক দূরদৃষ্টি বড় ভূমিকা পালন করেছে বলে মনে করেন সে সময়কার কূটনীতিক ও বিশ্লেষকরা। ১৯৭৩ সালে সিরিয়া-মিসর আর ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধের সময় শেখ মুজিব সিরিয়া ও মিশরের সহায়তায়

বাংলাদেশ থেকে চিকিৎসক পাঠিয়ে সহায়তা করেন ও উপহার হিসেবে চা পাঠান। বাংলাদেশ থেকে এই উপহার সামগ্রী নিয়ে গিয়েছিলেন কূটনীতিক মুহাম্মদ জমির, যিনি ১৯৭১ সালে মিশরের পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মরত ছিলেন। তিনি বলছিলেন, "সিরিয়া আর মিশরের জন্য সহায়তা পাঠানোর পর মুসলিম বিশ্বের প্রভাবশালী নেতাদের মধ্যে বাংলাদেশ সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়। যার প্রেক্ষিতে লাহোরের ওআইসি সম্মেলনে বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানানো হয়।" তবে সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হলেও পাকিস্তানের মাটিতে ঐ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ অংশ নেবে কিনা, সেই বিষয়ে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত জানানো হয়নি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে। শেখ মুজিবুর রহমান সহ বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের লাহোরে নিয়ে যাওয়ার জন্য কুয়েতের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আল-জাবের আল-সাবাহ'র নেতৃত্বে সাত জনের একটি দল বাংলাদেশে পৌঁছায়। আলজেরিয়ার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হোরারি বুমেদিনের ব্যক্তিগত বিমানে করে তারা ঢাকায় আসেন ওআইসি সম্মেলন শুরুর কয়েকদিন আগে। মি. জমির বলেন, আরবি ও ফরাসী ভাষায় পারদর্শী ছিলেন বলে শেখ মুজিব ওআইসি প্রতিনিধি দলের সাথে যোগাযোগ চালিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দেন তার উপর। "আল-সাবাহ'র নেতৃত্বাধীন ওআইসি'র দলকে বঙ্গবন্ধু তার তিনটি শর্তের কথা বলেন। তিনি জানান যে বাংলাদেশ লাহোরে যাবে যদি সেখানে বাংলাদেশের পতাকা ওড়ানো হয়, বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত বাজানো হয় এবং সকল মুসলিম রাষ্ট্রের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়", বলছিলেন মুহাম্মদ জমির। "আল-সাবাহ বঙ্গবন্ধুকে আশ্বস্ত করেন যে আপনার সব শর্ত মানা হবে। তারপর ২২শে ফেব্রুয়ারি মি. ভুট্টো স্বীকৃতির ঘোষণা দেয়ার পরদিন মি. বুমেদিনের বিমানে করে লাহোর যায় বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল।"

বিশ্লেষকদের অনেকেই মনে করেন ঐ সময় পাকিস্তানের স্বীকৃতি পাওয়ার গুরুত্ব শেখ মুজিবুর রহমান অনুধাবন করেছিলেন। "পাকিস্তানের স্বীকৃতি পেলে বাংলাদেশ অনেকগুলো মুসলিম দেশের স্বীকৃতি পাবে, যার ধারাবাহিকতায় বিশ্বের আরো অনেক দেশের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায় সহজ হবে এই বিষয়টি বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। যে কারণে পাকিস্তানের স্বীকৃতি আদায়ের বিষয়টি তিনি সেসময় গুরুত্বের সাথে নিয়েছিলেন", বলছিলেন সেসময় সাংবাদিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করা হারুন হাবীব, যিনি ২৩শে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল লাহোরে যাওয়ার সময় বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন। লাহোরের ওআইসি সম্মেলনে বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানানো, জুলফিকার আলী ভুট্টোর ওপর প্রভাব তৈরি করে বাংলাদেশের স্বীকৃতি নিশ্চিত করা ও পাকিস্তান-বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পেছনে সেসময়কার মুসলিম দেশগুলোর নেতাদের বড় ভূমিকা ছিল। সেসময়কার আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকায় উঠে এসেছিল যে বাংলাদেশকে লাহোরের ওআইসি সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানোর পেছনে সৌদি আরবের বাদশাহ ফয়সাল, মিশরের আনোয়ার এল-সাদাত, আলজেরিয়ার হোরারি বুমেদিনের মত প্রভাবশালী নেতারা ভূমিকা রেখেছিলেন। তবে ঐ সম্মেলনে পাকিস্তান আর বাংলাদেশের মধ্যকার সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রচেষ্টায় সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন লিবিয়ার নেতা কর্নেল মুয়াম্মার গাদ্দাফি - এমনটাই লিখেছেন পাকিস্তানের ফ্রাইডে টাইমস পত্রিকার সাংবাদিক জাভিদ আলী খান, যিনি ১৯৭৪ সালের লাহোর ওআইসি সম্মেলনের সময় মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী তুন আবদুর রাজাকের দেখাশোনার দায়িত্বে ছিলেন। ফ্রাইডে টাইমস পত্রিকায় ২০১৯ সালে লেখা তার 'হোয়েন ভুট্টো স্কিমড উইথ গাদ্দাফি ইন ১৯৭৪' প্রবন্ধে সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ২৩শে ফেব্রুয়ারি নৈশভোজের একটি ঘটনার বর্ণনা দেন।

সম্মেলনে আসা রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ অতিথিদের জন্য নৈশভোজের ব্যবস্থা ছিল মুঘল আমলে তৈরি হওয়া রাজকীয় 'শালিমার গার্ডেনস' কমপ্লেক্সে। সেখানে নৈশভোজ শুরুর কিছুক্ষণ আগে শালিমার গার্ডেনসের দোতলার বারান্দায় মুয়াম্মার গাদ্দাফি আর ইয়াসির আরাফাতের সাথে হাজির হন শেখ মুজিবুর রহমান ও জুলফিকার আলী ভুট্টো। তারা এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলেন যেখান থেকে নৈশভোজে উপস্থিত সব নেতারা তাদের দেখতে পাচ্ছিল। তখন মুয়াম্মার গাদ্দাফি একহাতে শেখ মুজিবুর রহমানের হাত তুলে ধরেন আর অন্যহাতে তুলে ধরেন জুলফিকার আলী ভুট্টোর হাত। এরপর দু'জনের হাত এক করে দিয়ে উপস্থিতদের উদ্দেশ্যে বলে ওঠেন 'আখি, আখি', আরবিতে যে শব্দটি ব্যবহার হয় 'ভাই' বোঝাতে। জাভিদ আলি খানের লেখায় উঠে আসে যে এই ছোট্ট ঘটনাটি যে ঘটবে, তা পূর্ব নির্ধারিত ছিল এবং বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের দুই শীর্ষ নেতা যেন ভ্রাতৃত্বের এই ছোট প্রদর্শনীটি মঞ্চায়িত করেন, তাতে দুই নেতাকে রাজি করিয়েছিলেন মুয়াম্মার গাদ্দাফি নিজে। মুসলিম বিশ্বে মি. গাদ্দাফির ব্যাপক জনপ্রিয়তার ওপর ভর করে মঞ্চায়ন করা এই ছোট্ট কূটনৈতিক শিষ্টাচার দুই দেশের মানুষের মধ্যে বিরাজমান যুদ্ধ পরবর্তী তিক্ততা কিছুটা হলেও দূর করবে সেই প্রত্যাশায় ঐ ছোট্ট নাটকের আশ্রয় নেয়া হয়েছিল বলে উঠে আসে জাভিদ আলী খানের লেখায়। শেখ মুজিবুর রহমানের লাহোর যাওয়া ও পাকিস্তানের বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার বিষয়টি সেসময় বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল বলে বলছিলেন সাংবাদিক হারুন হাবীব।

"যুদ্ধ শেষ হওয়ার আড়াই বছরের মধ্যে পাকিস্তানের স্বীকৃতি অর্জনকে একদিকে যেমন ইতিবাচকভাবে দেখা হয়েছিল, অন্যদিকে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের এত অল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে প্রতিনিধি দল পাকিস্তান যাওয়ায় কিছু মানুষের মধ্যে কিছুটা ক্ষোভও দেখা গিয়েছিল।" মি. হাবীব বলছিলেন, "মানুষের মধ্যকার মিশ্র প্রতিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ হয় ১৯৭৪ সালের জুন মাসে মি. ভুট্টো যখন ফিরতি সফরে ঢাকায় আসেন, তখন। সেসময় রাষ্ট্রের বিদেশি মেহমান মি. ভুট্টোকে স্বাগত জানিয়ে যেমন রাস্তায় মানুষ জড়ো হয়েছিল, তেমনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী জুলফিকার আলী ভুট্টোর

বাংলাদেশে আসার প্রতিবাদেও রাস্তায় স্লোগান দিতে দেখা গেছে মানুষকে।" তবে বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকায় ১৯৭৪ এর লাহোর ওআইসি সম্মেলন এবং বাংলাদেশকে পাকিস্তানের স্বীকৃতির খবরগুলো বেশ ইতিবাচকভাবেই ছাপা হয়েছিল বলে বলেন মি. হাবীব। হারুন হাবিবের মতে, পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বীকৃতি পাওয়ার বিষয়টি নিয়ে সেসময় রাজনৈতিক অঙ্গনেও মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছিল। "সেসময় কিছু মানুষ বলেছিল যে পাকিস্তানের স্বীকৃতি দেয়া-না দেয়ায় বাংলাদেশের কিছু যায় আসে না, যেমন এখনও কিছু মানুষ বলে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু সেসময় এর দীর্ঘমেয়াদি তাৎপর্য বুঝতে পেরেছিলেন, যে কারণে কিছু পক্ষের নিষেধ সত্ত্বেও পাকিস্তানে ওআইসি সম্মেলনে গিয়েছিলেন।"
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২২.০২.২০২৪ রিহাব)

শিশুদের খৎনার সময় অ্যানেসথেসিয়া দেওয়া কি বিপজ্জনক হতে পারে?

খৎনা করাতে গিয়ে মঙ্গলবার রাতে আহনাফ তাহমিদ নামে দশ বছর বয়সী একটি শিশু মারা গেছে। ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে এ ঘটনা ঘটে। শিশুটির পরিবারের অভিযোগ, অনুমতি না নিয়েই 'ফুল অ্যানেসথেসিয়া' দেওয়ায় তার মৃত্যু হয়েছে। দেড় মাস আগে খৎনা করাতে গিয়ে আয়ান আহমেদ নামে আরও একটি শিশুর মৃত্যু হয়েছিল এবং তার পরিবারও একই অভিযোগ করেছিল। বাংলাদেশে কোনও ধরনের অ্যানেসথেসিয়া দেওয়া ছাড়াই যুগ যুগ ধরে হাজামরা (যিনি খতনা করান) এ কাজ করে আসছেন। তবে গত কয়েক দশকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দিয়ে সার্জারির মাধ্যমে খৎনা করানোর চল বেশ বেড়েছে। কিন্তু খতনা করানোর সময় অ্যানেসথেসিয়া দেওয়া ঠিক কতটা জরুরি ? দিলেও কখন সেটিতে বিপদ ঘটতে পারে ? ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সাবেক অ্যানেসথেসিয়া বিশেষজ্ঞ ডা. শাহ আলম ভূঁইয়া বিবিসি বাংলাকে বলেন, নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে শিশুর খতনা করানোর জন্য অ্যানেসথেসিয়া দেওয়ার দরকার রয়েছে। "কিন্তু কোন ক্ষেত্রে ঠিক কী ধরনের অ্যানেসথেসিয়া দেওয়া দরকার, সেটি নির্ধারণ করাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।" ঠিকঠাক শারীরিক পরীক্ষা না করে ভুল সময়ে ভুল অ্যানেসথেসিয়া দিলে রোগীর জীবন সংকটাপন্ন হতে পারে বলেও জানিয়েছেন ডা. ভুঁইয়া। খৎনা করানোর উদ্দেশ্যে দশ বছর বয়সী আহনাফ তাহমিদকে মঙ্গলবার রাত পৌনে আটটার দিকে ঢাকার মালিবাগ চৌধুরীপাড়ায় অবস্থিত জে এস ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড মেডিকেল চেকআপ সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয় বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন শিশুর বাবা ফখরুল আলম। রাত সাড়ে আটটা নাগাদ খৎনা শেষ হয়। এরপর এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও শিশুর চেতনা ফিরে না আসায় মি. আলম উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। "আমি তাদের কাছে বার বার জানতে চেয়েছি আমার ছেলের কোনও সমস্যা হয়েছে কিনা। কিন্তু তারা প্রতিবারই বলেছে সিরিয়াস কিছু না, কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্ঞান ফিরে আসবে", বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি। রাত দশটার দিকে মি. আলমকে জানানো হয় যে, তার ছেলের শারীরিক অবস্থার অবনতি হচ্ছে। "তখন তারা আমাকে বলে যে, ছেলেকে দ্রুত অন্য হাসপাতালের আইসিইউতে নিতে হবে। কারণ তাদের ওখানে আইসিইউ নেই", বিবিসি বাংলাকে বলেন তাহমিদের বাবা ফখরুল আলম। ছেলেকে আইসিইউতে নিতে পাশের একটি বেসরকারি হাসপাতালের সাথে যোগাযোগ করেন মি. আলম। রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ ঐ হাসপাতাল থেকে অ্যাম্বুলেন্সও চলে আসে। কিন্তু ততক্ষণে তাহমিদকে মৃত ঘোষণা করা হয়। মি. আলমের অভিযোগ, অনুমতি না নিয়েই তার ছেলেকে 'ফুল অ্যানেসথেসিয়া' দেয়া হয়েছে। "ক'দিন আগেই 'ফুল অ্যানেসথেসিয়া' দেওয়ায় একটা ছেলে মারা গেছে বলে শুনেছিলাম। সে কারণে ওটিতে নেওয়ার সময় আমি ডাক্তারের হাতে-পায়ে ধরে অনুরোধ করেছিলাম যেন আমার ছেলেকে ফুল অ্যানেসথেসিয়া না দেয়া হয়। কিন্তু তারা আমার কথা শুনল না। আমার সুস্থ-সবল ছেলেটাকে মেরে ফেললো", বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. আলম। ঘটনার পর মঙ্গলবার রাতেই হাসপাতালের মালিক এবং কর্তব্যরত দুই চিকিৎসকের নাম উল্লেখ করে হাতিরঝিল থানায় মামলা করে শিশুর পরিবার। "আমি চাই, এই ঘটনার সুষ্ঠু বিচার হোক। দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক, যাতে এই ধরনের ঘটনা আর না ঘটে" বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. আলম। এদিকে, অভিযুক্ত তিন জনের মধ্যে দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন হাতিরঝিল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আওলাদ হোসেন। "অভিযোগ পেয়ে রাতেই আমরা হাসপাতালের মালিক এবং একজন চিকিৎসককে গ্রেফতার করেছি। তাদের প্রত্যেকের জন্য সাতদিনের রিমান্ড আবেদন করা হয়েছে", বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. হোসেন। ময়না তদন্তের জন্য শিশুর মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

শিশু আহনাফ তাহমিদ ঢাকার মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র ছিল। তার পরিবার আগে ডেনমার্কে বসবাস করতো। দশ বছর আগে সেখানেই তাহমিদের জন্ম হয়। ২০১৭ সালে স্ত্রী-সন্তানসহ দেশে ফিরে আসেন ব্যবসায়ী ফখরুল আলম। তার দুই ছেলের মধ্যে তাহমিদই ছিল বড়। শিশু তাহমিদের মৃত্যুর ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর বুধবার অভিযান চালিয়ে জে এস ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড মেডিকেল চেকআপ সেন্টার বন্ধ করে দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। প্রতিষ্ঠানটির চিকিৎসা সেবা দেওয়ার কোনও অনুমোদন ছিল না বলে গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিক) ডা. আবু হোসেন মোহাম্মদ মইনুল আহসান। "তাদের শুধু ডায়াগনস্টিক সেন্টারের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল। সেখানে অনুমোদন না নিয়েই তারা হাসপাতাল পরিচালনা করছিল। সেজন্য তাদের সকল কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে," ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের বলেন মি. আহসান। শিশু মৃত্যুর ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হবে বলেও জানিয়েছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এই কর্মকর্তা। "খতনা

করার সময় শিশুটির মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এখনও জানা যায়নি। আমরা সব পক্ষের সবার সঙ্গে কথা বলব। কাগজপত্র হাতে এলে তখন বোঝা যাবে কী ঘটনা ঘটেছে", সাংবাদিকদের বলেন মি. আহসান। অভিযোগের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে যোগাযোগ করা হলেও জে এস ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড মেডিকেল চেকআপ সেন্টার কর্তৃপক্ষের কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে গ্রেফতার হওয়ার পর প্রতিষ্ঠানের মালিক ও চিকিৎসক নিজেদের নির্দোষ দাবি করেছেন বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন হাতিরঝিল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আওলাদ হোসেন।

একটা সময় ছিল যখন অ্যানেসথেসিয়া দেওয়া ছাড়াই অস্ত্রোপচার করা হত। কিন্তু কালের পরিক্রমায় সেটি বদলে গেছে। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় মানব শরীরে ছোট-বড় যে কোনও ধরনের অস্ত্রোপচার করার আগে অ্যানেসথেসিয়া দিয়ে থাকেন চিকিৎসকরা। অ্যানেসথেসিয়া দিলে শরীর বা তার কোনও অংশ অবশ হয়ে যায়, ফলে অস্ত্রোপচারের সময় রোগী কোনও ব্যথা অনুভব করেন না। "এতে নির্বিঘ্নে অস্ত্রোপচার করে ফেলা যায়" বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সাবেক অ্যানেসথেসিয়া বিশেষজ্ঞ ডা. শাহ আলম ভূঁইয়া। অ্যানেসথেসিয়ার একাধিক ধরন রয়েছে। যেমন, শরীরের কোনও নির্দিষ্ট অংশে ছোট অস্ত্রোপচার করার সময় কেবল ঐ অংশটিকেই অবশ করা হয়। এটি 'লোকাল অ্যানেসথেসিয়া' নামেই বেশি পরিচিত। তবে বড় অস্ত্রোপচার করার আগে অনেক সময় পুরো শরীর অবশ করে ফেলা হয়। এসব ক্ষেত্রে রোগী তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় চলে যান এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর আবার জেগে ওঠেন। ছোট-বড় যা-ই হোক, যে কোনও অ্যানেসথেসিয়া দেওয়ার আগে রক্ত, হৃদস্পন্দনের হার-সহ বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য জানতে রোগীর বেশ কিছু স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর বাধ্যবাধকতা রয়েছে। "মূলত রোগীর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা পেতে এসব পরীক্ষা করা হয়। কোন ধরনের অ্যানেসথেসিয়া দেওয়া তার জন্য নিরাপদ হবে, এর মাধ্যমে সেটি বোঝা যায়," বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. ভূঁইয়া। কাজেই কোনও ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই শরীরে অ্যানেসথেসিয়া প্রয়োগ করা হলে রোগীর জীবন সংকটাপন্ন, এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে বলে জানিয়েছেন তিনি। এছাড়া যাদের জ্বর, ঠাণ্ডা, সর্দি-কাঁশি, শ্বাসকষ্ট, বক্ষব্যাধি বা হৃদযন্ত্রে ত্রুটি আছে, তাদের সে অবস্থায় অ্যানেসথেসিয়া না দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন এই চিকিৎসক। "এরকম ক্ষেত্রে অ্যানেসথেসিয়া দেওয়া মোটেও নিরাপদ নয়। সে ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ চিকিৎকের পরামর্শ নিয়ে সেরে উঠে বা রোগ নিয়ন্ত্রণে রেখে পরবর্তীতে অস্ত্রোপচার করা যেতে পারে", বিবিসি বাংলাকে বলেন ডা. শাহ আলম ভূঁইয়া। এর আগে একই রকম আর একটি ঘটনায় আয়ান আহমেদ নামে আরও একটি শিশুর মৃত্যু হয়। গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর রাজধানীর সাঁতারকুলের ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে খতনার জন্য অজ্ঞান করা হয়েছিল শিশু আয়ান আহমেদকে। খৎনা করানোর পর ১১ ঘণ্টাতেও তার সংজ্ঞা না ফিরলে গুলশানের ইউনাইটেড হাসপাতালে এনে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়। সাত দিন সেখানে থাকার পর গত ৭ জানুয়ারি আয়ানকে মৃত ঘোষণা করা হয়। ঘটনার পর তখনও অভিযুক্ত হাসপাতালের স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ দিয়েছিল স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। নিবন্ধন ছাড়াই হাসপাতালটি কাজ চালিয়ে আসছিল বলেও জানানো হয়। শিশু সন্তানের মৃত্যুর ঘটনায় আয়ানের বাবা শামীম আহমেদ বাড্ডা থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে তদন্ত কমিটিও গঠন করা হয়। কিন্তু দেড় মাসেও তদন্ত রিপোর্ট বের হয়নি। এ অবস্থায় ওই শিশুর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ উদঘাটনে ২০শে ফেব্রুয়ারি নতুন করে পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন করে দেয় হাইকোর্ট। সেই কমিটিতে রয়েছেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ এ বি এম মাকসুদুল আলম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শশাঙ্ক কুমার মণ্ডল এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক শেখ হাফিজুর রহমান কার্জন। আরও রয়েছেন জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের (নিপসম) সহকারী অধ্যাপক সাথী দস্তিদার এবং ঢাকা শিশু হাসপাতালের অধ্যাপক আমিনুর রশীদ। কমিটিকে ৩০ দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ২২.০২.২০২৪ রিহাব)

ভয়েস অফ আমেরিকা

আমরা কারও সঙ্গে যুদ্ধে জড়াব না, কিন্তু সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সক্ষমতা অর্জন করতে হবে : প্রধানমন্ত্রী

কারও সঙ্গে যুদ্ধে না জড়ানোর ব্যাপারে বাংলাদেশের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, "আমরা কারও সঙ্গে যুদ্ধে জড়াব না। কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সক্ষমতা অর্জন করতে হবে।" বৃহস্পতিবার (২২ ফেব্রুয়ারি) ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'দ্য টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট, ১৯৭৪' আইন প্রণয়নের সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। তিনি উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ যে বিশাল সমুদ্র এলাকা অর্জন করেছে তা দেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক অবদান রাখবে। শেখ হাসিনা বলেন, "আমরা যে সামুদ্রিক এলাকাগুলো অর্জন করেছি, সেখান থেকে আমাদের সামুদ্রিক সম্পদ আহরণ করতে হবে। আমি বিশ্বাস করি, ব্লু ইকোনমির ঘোষণা বাস্তবায়িত হবে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আমাদের বিশাল সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবহার করতে হবে।" তিনি আরও বলেন, "আমাদের সামুদ্রিক সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে আমরা সতর্ক থাকব এবং আমাদের পররাষ্ট্রনীতি 'সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়' অনুসরণ করে সমুদ্রপথে ব্যবসা ও বাণিজ্য চালিয়ে যাব।" শেখ হাসিনা বলেন, "বঙ্গবন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে সরকার ফোর্সেস গোল ২০৩০ প্রণয়ন করেছে এবং তা বাস্তবায়ন করছে। পাশাপাশি একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে আমাদের যা যা প্রয়োজন আমরা তাই করব। আমরা সেই লক্ষ্যেই কাজ

করছি।" তিনি বলেন, টেরিটোরিয়াল ওয়াটার্স অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট, ১৯৭৪ একটি গুরুত্বপূর্ণ গাইডলাইন হিসেবে কাজ করছে এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী। বক্তব্য দেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোস্তফা কামাল ও নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম নাজমুল হাসান। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্সের সচিব রিয়ার অ্যাডমিরাল (অব.) মো. খুরশেদ আলম। অনুষ্ঠানে একটি অডিও-ভিজ্যুয়াল ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়। পরে প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণের বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ২২.০২.২০২৪ এলিনা)

পরীমনির বিরুদ্ধে মাদক মামলা বিচারিক আদালতে চলবে : হাইকোর্টের রায়

বহুল আলোচিত চিত্রনায়িকা পরীমনির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে করা মামলা বাতিল চেয়ে আবেদন পর্যবেক্ষণসহ নিষ্পত্তি করে রায় দিয়েছেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ। বৃহস্পতিবার (২২ ফেব্রুয়ারি) বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি মো. আমিনুল ইসলামের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এই রায় দেন। এ রায়ের ফলে বিচারিক আদালতে মামলাটির কার্যক্রম চলবে বলে জানিয়েছেন রাষ্ট্রপক্ষের আইন কর্মকর্তা সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল সেলিম আজাদ। আদালতে পরিমণির পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন সিনিয়র আইনজীবী জেড আই খান পান্না। আইনজীবী জেড আই খান পান্না সাংবাদিকদের বলেন, অ্যালকোহলের লাইসেন্স থাকায় এবং জব্দ করা অ্যালকোহল যথাযথ মাত্রায় থাকায় অ্যালকোহলের বিষয়টিতে বিচার হবে না। তবে এলএসডি ও আইস নামক দুটি মাদকের বিষয়ে বিচার চলবে। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের ৪ আগস্ট রাজধানী ঢাকার বনানীতে পরীমনির বাসায় অভিযান চালায় র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)। সেসময় র‍্যাবের পক্ষ থেকে পরীমনির বাসা থেকে বিপুল পরিমাণ বিদেশি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের দামি মদ, মদের বোতলসহ অন্য মাদকদ্রব্য জব্দের দাবি করা হয়। এ ঘটনায় করা মামলায় পরীমনিকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তিনি জামিনে মুক্তি পান। একই বছরের ৪ অক্টোবর আদালতে পরীমনিসহ তিনজনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র জমা দেয় পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। মামলায় পরীমনিসহ তিনজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে ২০২২ সালের ৫ জানুয়ারি আদেশ দেন বিচারিক আদালত। অভিযোগ গঠনের পর মামলা বাতিল চেয়ে পরীমনি হাইকোর্টে আবেদন করেন। ২০২২ সালের ১ মার্চ হাইকোর্ট রুল দিয়ে মামলার কার্যক্রম পরীমনির ক্ষেত্রে তিন মাসের জন্য স্থগিত করেন। রুলে পরীমনির ক্ষেত্রে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে করা মামলার কার্যক্রম কেন বাতিল হবে না, তা জানতে চাওয়া হয়। এরপর হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত চেয়ে রাষ্ট্রপক্ষ আপিল বিভাগের চেম্বার আদালতে আবেদন করে। ২০২২ সালের ৮ মার্চ চেম্বার আদালত হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করেন। পাশাপাশি রাষ্ট্রপক্ষকে নিয়মিত লিভ টু আপিল (আপিলের অনুমতি চেয়ে আবেদন) করতে বলা হয়। রাষ্ট্রপক্ষ নিয়মিত লিভ টু আপিল করে। ২০২৩ সালের ৯ জানুয়ারি আপিল বিভাগ আদেশ দেন। আদেশে মামলা বাতিলের প্রশ্নে রুল ছয় মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে বলা হয়। এ সময় মামলার কার্যক্রম পরিচালনা না করতে বিচারিক আদালতকে নির্দেশ দেওয়া হয়। নির্ধারিত সময়ে রুল নিষ্পত্তি না হলে বিচারিক আদালতে মামলাটির কার্যক্রম চলবে বলে উল্লেখ করেন আপিল বিভাগ। হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের করা লিভ টু আপিল নিষ্পত্তি করে এ আদেশ দেওয়া হয়। আপিল বিভাগের আদেশের পর হাইকোর্টে মামলা বাতিলের প্রশ্নে রুলের ওপর শুনানি হয়। ২০২৩ সালের ২৪ আগস্ট শুনানি নিয়ে হাইকোর্ট একই বছরের ১৯ অক্টোবর রায়ের জন্য দিন করেন। অবশ্য বেঞ্চ পুনর্গঠন হওয়ায় ধার্য তারিখে রায় হয়নি। মঙ্গলবার (২০ ফেব্রুয়ারি) হাইকোর্টের ছাপা কার্যতালিকায় পরীমনির করা আবেদনটি ২২ ফেব্রুয়ারি রায়ের জন্য আসে। সে অনুযায়ী বৃহস্পতিবার রায় দিলেন হাইকোর্ট। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ২২.০২.২০২৪ এলিনা)

জলবায়ু সহনশীল ফসল উৎপাদনে কাজ করছে বাংলাদেশ সরকার : পরিবেশমন্ত্রী

উপকূলীয় এলাকায় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার জলবায়ু সহনশীল ফসলের উন্নয়নে কাজ করছে বলে জানিয়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনমন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী। বৃহস্পতিবার (২২ ফেব্রুয়ারি) সচিবালয়ে অস্ট্রেলিয়ান সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল রিসার্চের (এসিআইএআর) দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক ড. প্রতিভা সিং মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তখন তিনি তাকে এ কথা জানান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার ডেপুটি প্রজেক্ট লিডার ড. মৃন্ময় গুহ নেওগি। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। সাবের হোসেন চৌধুরী এসিআইএআরের সহযোগিতাকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, যেখানে প্রচলিত ফসল নষ্ট হয় সেখানেও লবণসহিষ্ণু ফসল অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য ও আয়ের জোগান দিতে পারে। তিনি আরও বলেন, লবণাক্ততা সহনশীল গম ও ডাল বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের কৃষকদের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে পারে। প্রতিভা সিং বলেন, এসিআইএআর জলবায়ু-সহনশীল ফসলের গবেষণা ও উন্নয়নে সহায়তা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যা চ্যালেঞ্জিং পরিবেশে সাফল্য অর্জন করতে পারে। তারা এসব প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারে বাংলাদেশি অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করতেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলেও জানান। আলোচনাকালে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশে ক্ষতিগ্রস্ত উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষকদের খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবিকা উন্নয়নের উপায় অনুসন্ধানের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এ ছাড়া, জমিতে লবণসহিষ্ণু গম ও ডাল উৎপাদনে আরও গবেষণা ও ব্যাপক কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরা হয়। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ২২.০২.২০২৪ এলিনা)

বাংলাদেশের সীমান্তের ভেতরে আর কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে না : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন, "বাংলাদেশের সীমান্তের ভেতরে আর কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে না।" বৃহস্পতিবার (২২ ফেব্রুয়ারি) সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। আসাদুজ্জামান খান বলেন, "৩৩০ জন বর্ডার গার্ড পুলিশ, সামরিক বাহিনী এবং সরকারি কর্মকর্তারা যারা আমাদের দেশের সীমান্তের কাছাকাছি ছিল (১০ থেকে ১৫ মাইল), তারা পালিয়ে আমাদের দেশে প্রবেশ করেছিল। আমাদের দেশ তাদেরকে এক জায়গায় রেখে মিয়ানমারকে জানায়। সেই দেশ থেকে ব্যবস্থা নিয়ে আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তাদেরকে দেশে ফেরত পাঠিয়েছি। খুব সুন্দর ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।" তিনি আরও বলেন, "আমরা অনেক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় দিয়েছি। তাদেরকেও আমরা বলছি এবং মিয়ানমার সরকারকেও বলছি, বিশ্বের সমস্ত দেশকেও আমরা বলছি, যত দ্রুত এদেরকে আমাদের দেশ থেকে তাদের দেশে ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য। আমরা সবাইকে অনুরোধ করছি। আমরা মনে করি, আমাদের সেই প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।" নির্বাচন ও বিএনপিকে নিয়ে সাংবাদিকদের করা এক প্রশ্নের জবাবে আসাদুজ্জামান খান বলেন, "এইবার তো তারা (বিএনপি) নির্বাচনই করেননি। কাজেই তারা তো এখন বিরোধী দল বলে দাবি করতে পারে না। ছোট ছোট যে রাজনৈতিক দল আছে, বিএনপির অবস্থানও আজ তেমন। বিএনপি নেতাদের জামিন প্রসঙ্গে আসাদুজ্জামান খান বলেন, "বিচারক মনে করেছেন তাদের জামিন দিতে হবে, তাদের জামিন দিয়েছেন, এখানে আমাদের কিছু করার নেই, বলারও নেই।" উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া মিয়ানমারের বর্ডার গার্ড পুলিশ (বিজিপি), সেনাসদস্য ও শুল্ক কর্মকর্তাসহ ৩৩০ জনকে ফেরত পাঠায় বাংলাদেশ। ফেরত পাঠানো ৩৩০ জনের মধ্যে ৩০২ জন বিজিপি সদস্য, ৪ জন বিজিপি পরিবারের সদস্য, ২ জন সেনাসদস্য, ১৮ জন ইমিগ্রেশন সদস্য এবং ৪ জন বেসামরিক নাগরিক। মিয়ানমারের অভ্যন্তরে চলমান সংঘাতে তারা পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এ বছরের ২ ফেব্রুয়ারি রাত থেকে বাংলাদেশের বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তের ওপারে বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মির সঙ্গে মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সংঘর্ষ চলছে। উল্লেখ্য, জাতিগত সংখ্যালঘু রাখাইন আন্দোলনের প্রশিক্ষিত ও সুসজ্জিত সামরিক শাখা আরাকান আর্মি। তারা মিয়ানমারের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে স্বায়ত্তশাসন চায় আরাকান আর্মি সশস্ত্র জাতিগত গোষ্ঠীর একটি জোটের সদস্য। তারা সম্প্রতি মিয়ানমারের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে একটি কৌশলগত অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করেছে। মিয়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি এবং তা' আং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মির সঙ্গে থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স নামে একত্রে কাজ করে আরাকান আর্মি। এই জোট, ২০২৩ সালের ২৭ অক্টোবর চীন সীমান্তবর্তী উত্তরাঞ্চলীয় শান রাজ্যে একটি সমন্বিত আক্রমণ শুরু করে। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে অং সান সু চির নির্বাচিত সরকারের কাছ থেকে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখলের পর থেকে এই অভিযান মিয়ানমারের সামরিক শাসকদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ জোটের বরাত দিয়ে অ্যাসোসিয়েট প্রেস (এপি) জানিয়েছে, তারা ২৫০টির বেশি সামরিক চৌকি, পাঁচটি সরকারি সীমান্ত ক্রসিং এবং চীন সীমান্তের কাছে একটি বড় শহরসহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শহর দখল করে নিয়েছে। ২০১৭ সালের ২৫ অগাস্ট মিয়ানমারের সেনাবাহিনী উত্তর রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে হিংসাত্মক অভিযান শুরু করে। যা ছিল আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে গুরুতর অপরাধ। তখন সেনাবাহিনী গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। সেনাবাহিনীর নৃশংস অভিযানের ফলে, সংখ্যালঘু মুসলিম রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের অন্তত ৭ লাখ ৪০ হাজার সদস্য সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। রাখাইনের পুরোনো নাম আরাকান।

(ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৩.০২.২০২৪ এলিনা)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলার অভিনন্দন

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পুনরায় নির্বাচিত হওয়ায় শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লেয়েন। এক শুভেচ্ছা বার্তায় উরসুলা ভন ডার লেয়েন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সার্বিক সাফল্য কামনা করে বলেন, আগামী বছরগুলোতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও জোরদার করার লক্ষ্যে তিনি তাঁর সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য উন্মুখ। উরসুলা ভন ডার লেয়েন উল্লেখ করেন, টেকসই উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন, অভিবাসন ও অন্য স্বার্থের বিষয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে সহযোগিতা করতে ইইউ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বার্তায় উরসুলা ভন ডার লেয়েন ২০২৩ সালে ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরামে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাতের কথা স্মরণ করে বলেন, "এটি একটি নতুন অংশীদারত্ব ও সহযোগিতা চুক্তির আলোচনার আনুষ্ঠানিক সূচনাকেও চিহ্নিত করেছে। যার লক্ষ্য আমাদের অংশীদারত্বের কাঠামোকে আরও বিস্তৃত ও আধুনিকীকরণ করা।" উরসুলা ভন ডার লেয়েন বলেন, ইইউ দীর্ঘমেয়াদী অংশীদারত্বের কাঠামোর মধ্যে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসনকে সমুন্নত রাখতে এবং এগিয়ে নিতে বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করে যাবে।উল্লেখ্য, এ বছরের ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে টানা চতুর্থবারের মতো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন শেখ হাসিনা। নির্বাচনে দুই তৃতীয়াংশের ওপর সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে টানা চতুর্থবার সরকার গঠন করে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ। নির্বাচনে জাতীয় পার্টির ১১ জন এবং জাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টি ও কল্যাণ পার্টি থেকে জয়ী হয়েছেন ১ জন করে। জাতীয় পার্টির ১১ জনই জয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগের সমর্থন নিয়ে। জাসদ ও ওয়ার্কার্স

পার্টির প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন নৌকা নিয়ে লড়ে। আর কল্যাণ পার্টিও তার আসনটি জিতেছে আওয়ামী লীগের সমর্থন নিয়ে। এ ছাড়া, বিজয়ী ৬২ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীর মধ্যে ৫৮ জনই আওয়ামী লীগের নেতা। ফলে এ নির্বাচন শেষে বাংলাদেশে একটি একদলীয় 'গণতন্ত্রের' উত্থান হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)সহ ৬৩টি রাজনৈতিক দলের বর্জন করা এ নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের দেওয়া দেয়া তথ্য মতে ভোটার উপস্থিতি ছিল ৪১ দশমিক ৮ শতাংশ। ভোটার উপস্থিতির সরকারি এই তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে দেশে বিদেশে প্রশ্ন উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ১৯৭৫ সালের পর এটিই বাংলাদেশে হওয়া সবচেয়ে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন। যদিও বিএনপিসহ, দেশি বিদেশি অনেকেই এই নির্বাচনকে 'ডামি নির্বাচন' বলে দাবি করেছেন। বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যে ও জাতিসংঘ পৃথক পৃথক বিবৃতি দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার এক বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জনগণ এবং তাদের গণতন্ত্র, শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি তাদের আকাঙ্ক্ষাকে সমর্থন করে। যুক্তরাষ্ট্র লক্ষ্য করেছে ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী-লীগ সর্বোচ্চসংখ্যক আসন নিয়ে জয়ী হয়েছে। বাংলাদেশের এই নির্বাচন সুষ্ঠ ও অবাধ হয়নি বলে অন্য পর্যবেক্ষকদের প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র একমত বলে জানানো হয় বিবৃতিতে। এছাড়া বিবৃতিতে নির্বাচনে সব দল অংশগ্রহণ না করায় হতাশা প্রকাশ করা হয়। যুক্তরাজ্যের ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (এফসিডিও) বা দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়, "গণতান্ত্রিক নির্বাচন নির্ভর করে বিশ্বাসযোগ্য, মুক্ত ও সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার ওপর। মানবাধিকার, আইনের শাসন ও যথাযথ প্রক্রিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অপরিহার্য উপাদান। নির্বাচনের সময় এসব মানদণ্ড ধারাবাহিকভাবে মেনে চলা হয়নি।" বিবৃতিতে নির্বাচনে সব দল অংশ না নেওয়ায় বাংলাদেশের মানুষের হাতে ভোট দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিকল্প ছিল না বলে মতামত দেওয়া হয়। জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক প্রধান ভলকার টার্ক এক বিবৃতিতে বাংলাদেশে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সহিংসতা, বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেফতার এবং আটকাবস্থায় মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বেগ জানান। বিবৃতিতে তিনি নবনির্বাচিত সরকারকে দেশের গণতন্ত্র, মানবাধিকারের প্রতি প্রতিশ্রুতি পূরণে পদক্ষেপ নিতে আহবান জানান।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৩.০২.২০২৪ এলিনা)

বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর পরিকল্পনা জনবিরোধী ও নিষ্ঠুর : বিএনপি নেতা রিজভী

এ বছরের মার্চে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি তেলের দাম বাড়াতে সরকারের পরিকল্পনাকে গণবিরোধী ও নিষ্ঠুর আখ্যায়িত করে এই পরিকল্পনাকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন বিরোধী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, "সরকার মার্চ মাসে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দাম বাড়ানোর পরিকল্পনা নিয়েছে, যা বিভিন্ন গণমাধ্যমে এসেছে। যে সরকার অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করেছে, তারা এ ধরনের গণবিরোধী ও অগ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত নিতে পারে।" রুহুল কবির রিজভী বলেন, "এই সিদ্ধান্ত হবে অত্যন্ত নির্মম। রমজানকে সামনে রেখে এই সিদ্ধান্ত মানে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা। মধ্যম ও নিম্ন আয়ের মানুষ ইতোমধ্যে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছে। জনসংখ্যার ৮০ শতাংশের কোনো প্রকার আয় বাড়েনি। মানুষ চরম কষ্টের মধ্যে বসবাস করছে। কেউ কেউ ক্ষুধা ও অপুষ্টির মুখোমুখি হচ্ছে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দাম বাড়ানোর সরকারি সিদ্ধান্ত জনগণকে বিপদে ফেলবে।" তিনি বলেন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দাম বাড়লে চেইন রিঅ্যাকশনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। কৃষি, শিল্প ও কলকারখানা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দাম বাড়ানোর পরিকল্পনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে তিনি বলেন, সরকার দাম বাড়ালে প্রতিবাদ কর্মসূচি ঘোষণা করবে বিএনপি। রুহুল কবির রিজভী বলেন, বর্তমান দখলদার সরকার বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি তাদের ভালোবাসা প্রদর্শন করলেও বাস্তবে এ দেশ বিদেশি ভাষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হচ্ছে। তিনি বলেন, "এর প্রমাণ বাংলাদেশের সর্বত্রই রয়েছে। আজ টেলিভিশন খুললেই হিন্দি নাটক, হিন্দি সিনেমা চোখে পড়ে। সিনেমা হলে দেখানো হচ্ছে ভারতীয় ছবি। এগুলো কিসের জন্য?" সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য জয়নুল আবদিন ফারুকসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার (২০ ফেব্রুয়ারি) বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ ইঙ্গিত দেন মার্চ মাসে নতুন করে পাইকারি ও ভোক্তা পর্যায়ে দাম 'সামান্য' বাড়তে পারে। অবমূল্যায়নের কারণে সেই সুফল পুরোপুরি পাওয়া যায়নি। গত এক বছরে কয়লার দাম বেড়ে আবার কমে গেলেও টাকার বিপরীতে ডলার অনেক শক্তিশালী হয়েছে। ফলে বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ বেড়ে গেছে। এখন দাম কিছুটা বাড়াতেই হচ্ছে।" তিনি আভাস দেন খুচরা ও পাইকারি পর্যায়ে ৩ থেকে ৪ শতাংশ দাম বাড়ানো হতে পারে। জানা গেছে, সম্প্রতি মন্ত্রণালয়ে বৈঠক করেছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। এই বৈঠকে দাম কতটুকু এবং কীভাবে বাড়ানো হবে সেই প্রস্তাব তৈরি করা হয়। এর আগে সবশেষ ২০২৩ সালের মার্চ থেকে খুচরায় বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়েছিল।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৩.০২.২০২৪ এলিনা)

বিদেশি ঋণের সুদ পরিশোধের ক্ষেত্রে কিছুটা চাপ আছে : অর্থমন্ত্রী মাহমুদ আলী

অর্থমন্ত্রী মাহমুদ আলী বলেছেন, বিদেশি ঋণের সুদ পরিশোধের ক্ষেত্রে কিছুটা চাপ আছে। তিনি বলেন, "প্রেসার কিছুটা আছে। তবে খুব যে বেশি প্রেসার বিষয়টি সে রকম না। ঋণ পরিশোধ করা হচ্ছে।" এজন্য তিনি বৈশ্বিক প্রভাব

ও ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন। মূল্যস্ফীতির বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে আবুল হাসান মাহমুদ আলী বলেন, "মূল্যস্ফীতি নিয়ে কিছুটা অস্বস্তি আছে। এটি একটির জন্য কমে যায়, আবার অন্য আরেকটির জন্য বাড়ে। জোর করে কী করবেন ? ধৈর্য্য ধরুন, সব ঠিক হয়ে যাবে।" বৃহস্পতিবার (২২ ফেব্রুয়ারি) রাজধানী ঢাকার শেরেবাংলা নগরে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে (ইআরডি) আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) বাংলাদেশের চিফ অফ মিশন আবদুসাত্তার ইসোয়েভের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন। আবুল হাসান মাহমুদ আলী বলেন, "আইওএম বিদেশি অভিবাসীদের নিয়ে কাজ করে। তারা প্রবাসীদের আনার জন্য কাজ করছে। ভবিষ্যতেও তারা এ ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে।" উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে যাওয়ায় দুর্বল হয়েছে বিদেশি ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবহার করে বিদেশি ঋণের প্রায় ৭৪ শতাংশ পরিশোধের সক্ষমতা ছিল বাংলাদেশের। এখন এ সক্ষমতা নেমে এসেছে প্রায় এক-চতুর্থাংশে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য থেকে জানা যায়, ২০১৫-১৬ অর্থবছর শেষে বাংলাদেশের মোট বিদেশি ঋণের পরিমাণ ছিল ৪ হাজার ১১৭ কোটি ডলার। আর বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ৩ হাজার কোটি ডলারের বেশি। তখন বিদেশি ঋণের তুলনায় রিজার্ভের অনুপাত ছিল ৭৩ দশমিক ৭০ শতাংশ। অর্থাৎ দেশের রিজার্ভ দিয়েই ঐ সময় বিদেশী ঋণের ৭৩ দশমিক ৭০ শতাংশ পরিশোধ করা সম্ভব ছিল। এরপর থেকে রিজার্ভ বাড়লেও বিদেশি ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা ক্রমাগত দুর্বল হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিদেশি ঋণ ও রিজার্ভের অনুপাত ছিল মাত্র ২৪ দশমিক ৮০ শতাংশ। ২০২৩ সালে ২৯ নভেম্বর বাংলাদেশের গ্রস রিজার্ভ ছিল মাত্র ২৫ বিলিয়ন ডলার। যদিও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী (বিপিএম৬) রিজার্ভ ছিল ১৯ বিলিয়ন ডলারের ঘরে। এর মধ্যে ব্যবহারযোগ্য নিট রিজার্ভ ছিল ১৬ বিলিয়ন ডলারেরও কম। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরেই বাংলাদেশের বিদেশি ঋণের স্থিতি ১০০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যায়। এর মধ্যে সরকার ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোর ঋণ ৭৯ বিলিয়ন ডলার। বাকি ২১ বিলিয়ন ডলার ঋণ নিয়েছে বেসরকারি খাত। বিদেশি বিভিন্ন উৎস থেকে নেওয়া ঋণের প্রায় ৮৪ শতাংশ দীর্ঘমেয়াদি। বাকি ১৬ শতাংশ বা ১৬ বিলিয়ন ডলারের ঋণ স্বল্পমেয়াদি। বিদেশি ঋণসংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৫-১৬ অর্থবছর শেষে দেশের স্বল্পমেয়াদি বিদেশি ঋণের স্থিতি ছিল রিজার্ভের মাত্র ২৩ শতাংশ। এরপর থেকে ক্রমাগতভাবে রিজার্ভের তুলনায় স্বল্পমেয়াদি বিদেশি ঋণের অনুপাত বেড়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছর শেষে এ অনুপাত ৫০ শতাংশে গিয়ে ঠেকে। আর ২০২২-২৩ অর্থবছর শেষে রিজার্ভের তুলনায় স্বল্পমেয়াদি বিদেশি ঋণের অনুপাত দাঁড়ায় ৬৫ দশমিক ৪০ শতাংশে। ২০২৩–২৪ অর্থবছরে রিজার্ভ কমে যাওয়ায় এই অনুপাত আরও বেড়েছে। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৩.০২.২০২৪ এলিনা)

রেডিও তেহরান

তেল, গ্যাস উত্তোলনে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

বাংলাদেশের সমুদ্র-সীমায় তেল ও গ্যাস উত্তোলনের কাজে পুঁজি বিনিয়োগ করার জন্য আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশ যে সামুদ্রিক এলাকাগুলো অর্জন করেছে, সেখান থেকে সামুদ্রিক সম্পদ আহরণ করতে হবে। বিস্তারিত জানিয়েছেন ঢাকা থেকে আমাদের বিশেষ সংবাদদাতা :

বাংলাদেশের সমুদ্র-সীমায় তেল ও গ্যাস উত্তোলনের জন্য, আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলোকে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বৃহস্পতিবার সকালে, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'দ্য টেরিটোরিয়াল ওয়াটার্স অ্যান্ড মেরিটাইম জোন অ্যাক্ট-১৯৭৪' এর সুবর্ণজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে তিনি এ আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে, সমুদ্র সম্পদ অনুসন্ধান এবং আহরণের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। সমুদ্র এলাকায় বিশাল অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি হয়েছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের সামুদ্রিক পথ ব্যবহার করে, এখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলছে। এছাড়া, দেশের সমুদ্র সম্পদ রক্ষার ওপর জোর দেন প্রধানমন্ত্রী।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ যে সামুদ্রিক এলাকাগুলো অর্জন করেছে, সেখান থেকে সামুদ্রিক সম্পদ আহরণ করতে হবে। তিনি আরও বলেন, সামুদ্রিক সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। কারণ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি "সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়"অনুসরণ করে সমুদ্রপথে ব্যবসা ও বাণিজ্য চালিয়ে যেতে হবে। সমুদ্রে যে সম্ভাবনাময় সুবিশাল অর্থনৈতিক এলাকা সরকার পেয়েছে, তা দেশের অর্থনীতিতে অনেক অবদান রাখবে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী, (স্বকণ্ঠে) : আমরা চাই আমাদের দেশ আরো এগিয়ে যাবে। তবে এজন্য যথাযথ বিনিয়োগও প্রয়োজন। কাজেই আমি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দেশ যারা বিদেশে বিনিয়োগ করতে চায় তাদেরকে আমরা আহ্বান করবো যে আমাদের সমুদ্রের তেল, গ্যাস উত্তোলনের জন্য। আমরা ইতোমধ্যে আলাপ-আলোচনা করছি, আমরা আন্তর্জাতিক টেন্ডারও দিয়েছি। (রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ২২.০২.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

রাজশাহীতে গাছে গাছে মুকুল, আমের বাম্পার ফলনের আশা

বাংলাদেশে আমের রাজধানী খ্যাত রাজশাহী অঞ্চলের বিভিন্ন বাগানে আম গাছে মুকুল আসতে শুরু করেছে। প্রাকৃতিক কোন দুর্যোগ না হলে এবার আমের বাম্পার ফলনের আশা করছে কৃষি বিভাগ এবং বাগান মালিকরা। এ সম্পর্কে প্রতিবেদন করেছেন আমাদের ঢাকার বিশেষ সংবাদদাতা :

আমের রাজধানী খ্যাত রাজশাহী অঞ্চলের বিভিন্ন বাগানে আম গাছে মুকুল আসতে শুরু করেছে। মুকুল আসার পর থেকেই গাছ পরিচর্যায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন আম-চাষী ও বাগান মালিকরা। প্রাকৃতিক কোন দুর্যোগ না হলে এবার আমের বাম্পার ফলনের আশা করছে,কৃষি বিভাগ। স্থানীয় তথ্যমতে জানা যায়, ফাগুনের শুরু থেকেই গাছে গাছে শোভা ছড়ানো আমের মুকুল জানান দিচ্ছে, মধু মাসের আগমনী বার্তা। মুকুলের মন মাতানো গন্ধ ছড়াচ্ছে বাতাসে। সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে ফুটেছে আম চাষীদের সোনালী স্বপ্ন। চারদিকে সেই মুকুলের সুবাসিত ঘ্রাণ। সবুজ-সোনালী রঙের অপরূপ সাজ, নজর কাড়ছে বাগানগুলোতে।

তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পোকার আক্রমণ থেকে আমের মুকুলকে বাঁচাতে, আগাম কীটনাশক প্রয়োগ সহ গাছ পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় পার করছেন আম চাষী ও বাগান মালিকরা। মুকুল রক্ষা করতে গাছে গাছে ঔষধ স্প্রে করছেন অনেকে। জনৈক ব্যক্তি-১ (স্বকণ্ঠে) : ৪০০ গাছের মধ্যে কিছু গাছে মুকুল এসেছে কিছু গাছে মুকুল বের হচ্ছে।বিভিন্ন পোকামাকড় থেকে নিরসনের জন্য আমি কাছে স্প্রে করছি। জনৈক ব্যক্তি-২ (স্বকণ্ঠে) : পোকামাকড় যাতে না লাগে এজন্য কীটনাশক ব্যবহার করার দরকার হয়। আরে কীটনাশকের মধ্যে যেগুলো দরকার আমাদের সেগুলো ব্যবহার করি, যাতে আমটা ভালো থাকে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে এবার আমের বাম্পার ফলনের প্রত্যাশা করছেন, বাগান মালিকরা। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বিভাগের বিভিন্ন জেলার প্রায় ৩৫ শতাংশ গাছে আমের মুকুল এসেছে। এসব গাছে আমের মুকুল রক্ষা ও সঠিক পরিচর্যায় বেশি যত্নবান হতে সবাইকে পরামর্শ দিয়েছেন রাজশাহীর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ পরিচালক মোঃ মোজদার হোসেন, (স্বকণ্ঠে) : গত বছরের চেয়ে আমাদের আমের পরিচর্যা এবার আরও সূক্ষ্ম এবং সুন্দর হয়েছে এবং গাছগুলো হেলদি আছে। আমরা আশা করছি, গত বছরের চেয়ে এই বছর হয়তো আমরা সম্পূর্ণ আম এবং আমের বাজার দুটোই হয়তো বেশি পাবো। এবার রাজশাহীতে ১৯ হাজার ৬০২ হেক্টর জমিতে আম বাগানে ২ লক্ষ ৬০ হাজার ১৬৪ মেট্রিকটন আম উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। কৃষি বিভাগ বলছে সকল প্রতিকূলতা কাটিয়ে এগুতে পারলে আম রপ্তানি বৃদ্ধি করতে পারবেন তারা।

(রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ২২.০২.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

ডয়চে ভেলে

খৎনা করাতে গিয়ে আবার মৃত্যু, আবার সুচিকিৎসা নিশ্চিতের আশ্বাস

গত ১৬ জানুয়ারি ডয়চে ভেলে প্রকাশ করেছিল খৎনা করাতে গিয়ে শিশু আয়ানের জীবনাবসানের খবর। সদ্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাওয়া ডা. সামন্ত লাল সেনের সেদিনের আশ্বাসের দেড় মাসও না হতেই ঢাকায় আবার খৎনা করাতে গিয়ে শিশুমৃত্যু! সুন্নতে খৎনা করাতে গিয়ে দেড় মাসেরও কম সময়ের ব্যবধানে ঢাকার একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে আরেক শিশুর মৃত্যুতে স্বাস্থ্যখাতে অব্যবস্থাপনার ভয়াবহ চিত্র আবার ফুটে উঠলো। ঘটনায় দুইজন চিকিৎসককে গ্রেফতার করা হয়েছে। চিকিৎসাকেন্দ্রটি সিল গালা করে দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদফতর। দেড়মাসেরও কম সময়ের মধ্যে খৎনা করাতে গিয়ে রাজধানীতেই আরেকটি শিশুর মৃত্যুর পর স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন ডয়চে ভেলেকে বলেন, "আমি দায়িত্ব নিয়েছি মাত্র এক মাস হলো। আমাকে একটু সময় দিন। আমি অবশ্যই অব্যবস্থাপনা দূর করবো।" যে দুই জন চিকিৎসককে গ্রেফতার করা হয়েছে, তারা কোনো নিবন্ধন ছাড়াই মালিবাগের 'জেএস ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড মেডিকেল চেকআপ'-এ কাজ করছিলেন। তাদের ছিল না অ্যানেসথেশিয়ার নিবন্ধন। স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিক) ডা. আবু হোসাইন মো. মইনুল আহসান বলেন, "প্রতিষ্ঠানটির হাসপাতালের অনুমোদন নেই। ডায়াগনস্টিক সেন্টারের অনুমোদন আছে। অ্যানেসথেশিয়া দেয়ার জন্য হাসপাতালের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। তারা অনুমোদন ছাড়াই অ্যানেসথেশিয়া দিয়ে খৎনা করিয়েছে। তাই প্রতিষ্ঠানটি সিলগালা করে দেয়া হয়েছে। মালিবাগের ডিআইটি রোডের ওই ডায়াগস্টিক সেন্টারেও আহনাফ তাহমিদ আয়হাম (১০) মারা যায় মঙ্গলবার রাতে। আয়হাম আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র ছিল। তার ফুপা মোতাহার হোসেন অভিযোগ করেন, "তার বাবার অনুমতি না নিয়েই ছেলেটিকে ফুল অ্যানেসথেশিয়া দেয়া হয়েছিল। তিনি বার বার লোকাল অ্যানেসথেশিয়া দেয়ার কথা বললেও তারা তার কথা শোনেনি। উল্টো তাকে ধমক দিয়ে বলে, ডাক্তারের চেয়ে বেশি বুঝলে নিজেই খৎনা করান।"

আয়হাম মারা যাওয়ার পরও তার পরিবারের সদস্যদের প্রথমে জানানো হয়নি। আধা ঘণ্টা পরও অপারেশন থিয়েটারের দরজা না খোলায় এক পর্যায়ে তারা দরজা ধাক্কাতে থাকেন। পরে দরজা খুললে তারা আয়হামের লাশ দেখতে পান। রাত দুইটার পর লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। বুধবার বিকেলে তার পরিবারের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হয়। আয়হামের বাবা থানায় অভিযোগ করলে পুলিশ এস এম মোক্তাদির হেসেন ও মাহবুব মোরশেদ নামে দুই চিকিৎসককে গ্রেফতার করে। তাদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আদালত তাদের জেলগেটে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দিয়েছে। মামলার আসামি আরো দুই চিকিৎসক ও একজন নার্সসহ চার জন গা ঢাকা দিয়েছেন।

বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি)-এ খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ওই দুইজন চিকিৎসকের বিএমডিসির কোনো নিবন্ধন নেই। তারা নিবন্ধন ছাড়াই চিকিৎসকের কাজ করছিলেন। তাদের মধ্যে একজন এস এস মোক্তাদির হোসেন গাজীপুর ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করেছেন। আরেকজন মাহবুব রাজশাহীর

কোনো একটি প্রতিষ্ঠান থেকে ডিপ্লোমা করেছেন। বিএমডিসির রেজিস্ট্রার ডা. লিয়াকত আলী বলেন, "ওই দুইজন চিকিৎক গ্রেফতার হয়েছেন সেটা আমরা জেনেছি। কিন্তু তারা আদৌ চিকিৎসক কিনা, তাদের বিএমডিসির নিবন্ধন আছে কিনা তা বিস্তারিত জানাতে আমাদের এক সপ্তাহ সময় লাগবে। আমরা ঐ চেকআপ সেন্টারকে তাদের চিকিৎসকদের তালিকা এবং তাদের প্রয়োজনীয় সনদ পাঠাতে বলে চিঠি দিয়েছি।" বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ)-এর অ্যানেসথেশিয়া, অ্যানালজেসিয়া অ্যান্ড ইনটেনসিভ কেয়ার মেডিসিন বিভাগের প্রধান ডা. দেবব্রত বণিক ডয়চে ভেলেকে বলেন, "যে চিকিৎসকরা অ্যানেসথেশিয়া দিয়েছেন, তারা নিবন্ধিত অ্যানেসথেশিওলজিস্ট নন। ঐ প্রতিষ্ঠানে নিবন্ধিত অ্যানেসথেশিওলজিস্ট নেই বলে নিশ্চিত হয়েছি। ঘটনার পর আমাদের একটি টিম সেখানে গিয়ে সরেজমিন তদন্ত করে এসেছে। মাহবুব নামে যে একজন আছেন, তিনি ঢাকার বাইরে থেকে ডিপ্লোমা করেছেন বলে জানা গেছে। তবে আমরা নিশ্চিত হতে পারিনি।" তিনি বলেন, "অ্যানেসথেশিয়া দেয়ার জন্য প্রশিক্ষিত নিবন্ধিত চিকিৎসক প্রয়োজন। কারণ, এটার জন্য রোগীর শারীরিক অবস্থা, মাত্রাসহ আরো অনেক কিছু বিবেচনায় নিতে হয়। আর অবশ্যই ঐ হাসপাতালে আইসিইউ থাকতে হবে।" আয়হামের ফুপা মোতাহার হোসেন বলেন, "ঐ হাসপাতালে কোনো আইসিইউ ছিল না। আমি তার মৃত্যুর পর হাসপাতালে গিয়েছি। গিয়ে আমার ওটাকে কোনো হাসপাতাল মনে হয়নি। পুরো হাসপাতালে আর কোনো রোগী দেখিনি। আর ওটা আবুল হোটেলের ওপরে কয়েকটি কক্ষ নিয়ে পরিচালিত হয়।" তিনি আরো বলেন, "আমাদের এক পরিচিত মহিলা ওখানে আয়হামের খৎনা করাতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বলেছিল, ওটা ভালো হাসপাতাল। সে ওই দিন আয়হানের ছোট ভাই আহিন আয়মানেরও খৎনা করাতে বলেছিল। এক জনের খরচ ১১ হাজার টাকা। এখন মনে হচ্ছে, ঐ মহিলা ঐ ক্লিনিকটির দালাল হিসাবে কাজ করেন।"

গত ৭ জানুয়ারি ঢাকার বাড্ডা এলাকায় ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে খৎনা করাতে গিয়ে আয়ান (৫) নামে একটি শিশুর মৃত্যু হয়। ঐ শিশুটিও ফুল অ্যানেসথেশিয়ার কারণে মারা যায় বলে অভিযোগ। আয়ান যেখানে মারা যায় সেই হাসপাতালটিরও কোনো অনুমোদন নেই। সেখানে কলেজের ইন্টার্ন চিকিৎসকরা খৎনার কাজ করতেন। ঘটনার পর হাসপাতালটি বন্ধ করে দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদফতর। কিন্তু তারা যে তদন্ত করেছে, তা গ্রহণ করেনি হাইকোর্ট। নতুন করে তদন্তের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মেডিসিনের অধ্যাপক ডা. মো. আব্দুল্লাহ বলেন, "স্বাস্থ্যখাতে অব্যবস্থাপনা দূর হচ্ছে না। সিল করে দুই-একটি বন্ধ করলে হবে না। অবৈধ হাসপাতাল, ক্লিনিক সব বন্ধ করতে হবে। এভাবে মৃত্যু মেনে নেয়া যায় না। আর নিবন্ধন বিহীন চিকিৎসকদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে হবে। আমরা তো কোনো শাস্তি দেখছি না। কঠোর শাস্তি দিতে হবে। স্বাস্থ্য অধিদফতর, বিএমডিসিসহ আরো অনেকের দায় আছে এখানে।" জানুয়ারি মাসে শিশু আয়ানের মৃত্যুর পর অবৈধ হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বিরুদ্ধে কয়েকদিন অভিযানের পর তা থেমে গেছে। তার মধ্যেই ঢাকা শহরে হাসপাতালের লাইসেন্স না থাকার পরও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে খৎনা ও অপারেশন হচ্ছে। নোয়াখালির কোম্পানিগঞ্জ থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নাহিয়ান (৮) নামে একটি শিশুর খৎনা করাতে গিয়ে তার গোপন অঙ্গ কেটে ফেলার অভিযোগ পাওয়া গেছে। শিশুটির অবস্থা সংকটাপন্ন। ধানমন্ডির ল্যাবএইড হাসপাতালে এন্ডোস্কোপি করাতে গিয়ে ১৫ ফেব্রুয়ারি রাহিব রেজা নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। তার স্বজনরা এটাকে গাফিলতির কারণে মৃত্যু বলে অভিযোগ করেছেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. সামান্ত লাল সেন বলেন, "আমি যত কথাই বলি ঐ বাচ্চার জীবন তো আর ফিরিয়ে দিতে পারবো না। এইরকম মৃত্যু আমি কোনোভাবেই মেনে নেবো না। আমি এক মাস কয়েকদিন হলো দায়িত্ব নিয়েছি। আমাকে আরেকটু সময় দেন। এসব ব্যাপারে আমি জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছি।" তার কথা, " দেশের আনাচে কানাচে অবৈধ হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টারে ভরে গেছে। যে অভিযান শুরু হয়েছে, তা বন্ধ হবে না। আমি ডায়াগনগস্টিক সেন্টারের তালিকা করে তারা শর্ত পূরণ করছে কিনা তা দেখতে আজই (বৃহস্পতিবার) নির্দেশ দিয়েছি।" এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "মালিবাগে শিশুটির মৃত্যুর ব্যাপারে তদন্ত কমিটি করেছি। এবার তদন্ত আগের মতো হবে না। সঠিক হবে। আর আয়ানের মৃত্যুর ঘটনার তদন্তও সঠিকভাবে করে আমরা জমা দেবো।"

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২২.০২.২০২৪ রিহাব)

এনএইচকে

জি-২০ বৈঠকে রুশ হামলার নিন্দা করেছেন জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কামিকাওয়া ইয়োকো ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের তীব্র নিন্দা করেছেন এবং যত দ্রুত সম্ভব স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছেন। বুধবার রিও দে জেনেইরোতে শুরু হওয়া জি-২০ পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে কামিকাওয়া বক্তব্য রাখছিলেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে রয়েছেন রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ। কামিকাওয়া বলেন, ইউক্রেনের বিরুদ্ধে মস্কোর ক্রমাগত আগ্রাসন হচ্ছে এমন এক আঘাত যা জি-২০র সহযোগিতার ভিত্তিকে ক্ষুন্ন করেছে এবং আইনের শাসনের জন্য বিরাট এক চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। তিনি আরও বলেন, বলপূর্বক স্থিতি অবস্থা পরিবর্তনের একতরফা প্রচেষ্টা কখনই সহ্য করা উচিত নয়। কামিকাওয়া ইসলামিক গ্রুপ হামাস এবং অন্যান্য জঙ্গিদের সন্ত্রাসী হামলারও নিন্দা করেছেন। দক্ষিণ গাজা ভূ-খণ্ডের রাফাহকে লক্ষ্য করে ইসরায়েলের চালানো সামরিক অভিযান নিয়ে গভীর উদ্বেগ তিনি প্রকাশ করেন এবং অবিলম্বে মানবিক যুদ্ধবিরতির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন।

কামিকাওয়া আরও উল্লেখ করেন যে ফিলিস্তিনিদের জন্য ৩২ মিলিয়ন ডলার মূল্যের অতিরিক্ত মানবিক সহায়তা প্রদানের বিষয়টি জাপান বিবেচনা করছে। (এনএইচকে ওয়েব পেজ : ২২.০২.২০২৪ এলিনা)

রেডিও টুডে

ল্যাবএইড হাসপাতালে যুবকের মৃত্যুর ঘটনা তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

রাজধানীর ধানমন্ডির ল্যাবএইড হাসপাতালে এন্ডোসকপি করাতে এসে রাহিব রেজা নামের এক যুবকের মৃত্যুর ঘটনা তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড. সামন্ত লাল সেন। বুধবার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা মাইদুল ইসলাম প্রধান স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে তিনি এই নির্দেশ দেন।
(রেডিও টুডে ৮৪৫ ঘ. ২২.০২.২০২৪ আসাদ)

বাংলাদেশে ফসল সংগ্রহের পর প্রায় ৩০ শতাংশ ফসল ও খাদ্যপণ্য নষ্ট হয় : কৃষিমন্ত্রী

খাদ্য নষ্ট ও অপচয় কমানোর আহ্বান জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুস শহীদ। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশে ফসল সংগ্রহের পর বিভিন্ন পর্যায়ে প্রায় ৩০ শতাংশ ফসল ও খাদ্য নষ্ট ও অপচয় হয়। খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্য নষ্ট ও অপচয়ের পরিমাণ কমাতে পারলে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী হবে। বুধবার শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোতে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এফএও এর ৩৭তম এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলের আঞ্চলিক সম্মেলনে খাদ্য ও পানি সংরক্ষণ এবং খাদ্য অপচয় রোধ শীর্ষক সেশনে তিনি এসব কথা বলেন।
(রেডিও টুডে ৮৪৫ ঘ. ২২.০২.২০২৪ আসাদ)

পোস্তগোলা সেতুতে যানবাহন চলাচল আংশিক বন্ধ থাকবে

আজ থেকে পোস্তগোলা সেতু সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। চলবে আগামী ৮ ই মার্চ পর্যন্ত। এ সময় ঢাকা সহ ২১ টি জেলার যাতায়াতে বাড়তি যানজটের আশঙ্কা করছে পুলিশ। এদিকে, পোস্তগোলায় বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু সংস্কার কাজের জন্য ৮ই মার্চ পর্যন্ত বাড়তি যানজটের শঙ্কায় ট্রাফিক পুলিশ বিকল্প পথ ব্যবহারের আহ্বান জানিয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সংস্কার কাজ চলার সময় ঢাকা সহ ২১ টি জেলায় যাতায়াতের ক্ষেত্রে বাড়তি যানজটের আশঙ্কা করা হচ্ছে। (রেডিও টুডে ৮৪৫ ঘ. ২২.০২.২০২৪ আসাদ)

ময়মনসিংহ রেলওয়ে স্টেশনে ছিনতাই কারীদের ছুরিকাঘাতে আঘাতে এক যাত্রীর মৃত্যু

ময়মনসিংহ রেলওয়ে স্টেশনে ছিনতাইকারীদের ছুরিকাঘাতে গোপালপাল নামের এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। তিনি মোহনগঞ্জ থেকে ঢাকা যাচ্ছিলেন। বুধবার সন্ধ্যে সাড়ে ছটার দিকে ময়মনসিংহ রেলওয়ে স্টেশনের পাঁচ নম্বর প্লাটফর্মে এই ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানায় নিহত গোপাল পাল নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জের পাল পাড়ার বাসিন্দা। গাজীপুরে তিনি শ্রমিকের কাজ করতেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকারের জাহাঙ্গীর আলম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। (রেডিও টুডে ৮৪৫ ঘ. ২২.০২.২০২৪ আসাদ)

ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ২ কেজির বেশি স্বর্ণ সহ চারজন আটক

ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ২ কেজি ১০৪ গ্রাম স্বর্ণ সহ চার জন যাত্রীকে গ্রেফতার করেছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। বুধবার এক যৌথ অভিযানে তাদের আটক করা হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে। বিমানবন্দর আর্মড পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. জিয়াউল হক সংবাদ মাধ্যমকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
(রেডিও টুডে : ৮৪৫ ঘ. ২২.০২.২০২৪। আসাদ)

সমুদ্রের তেল, গ্যাস উত্তোলনে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী

সমুদ্রের তেল, গ্যাস উত্তোলনে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, আমরা চাই তেল, গ্যাসের সঠিক ব্যবহার। তাই বিদেশি বিনিয়োগকারীরা তেল ও গ্যাস উত্তোলনে বিনিয়োগ করতে পারেন। বিশাল সমুদ্র সীমার সম্পদ ব্যবহার করে দেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি করাই সরকারের লক্ষ্য। আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র দ্য টেরিটোরিয়াল ওয়াটার্স এন্ড মেরিটাইম জোন এক্ট-১৯৭৪ এর সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন সরকার প্রধান। শেখ হাসিনা বলেন, ২০১২ এবং ২০১৪ সালে আমরা মিয়ানমার এবং ভারতের সাথে সমুদ্র সীমার নিষ্পত্তি করি। আজ আমাদের বিশাল সমুদ্রসীমার অধিকার রয়েছে। আমরা সম্ভাবনাময় একটি বিশাল অর্থনৈতিক এলাকা পেয়েছি।
(রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ২২.০২.২০২৪ আসাদ)

বাংলাদেশের পাঠ্য বইয়ে ভিনদেশী চেতনা প্রকাশ করা হচ্ছে : রিজভী

বিএনপি'র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, মার্চ মাসে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দাম আবারও বৃদ্ধি করবে সরকার। এই অবৈধ সরকারের পক্ষে কোন গণ রায় নেই। বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দাম বাড়লে জনগণ বিপদে পড়বে। বৃহস্পতিবার দুপুরে নয়া পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। রিজভী বলেন, পাঠ্যপুস্তকে ভিনদেশী চেতনা প্রকাশ করা হচ্ছে। তিনি অভিযোগ করেন পাঠ্য বইয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি, পোশাক পরিচ্ছদ ও নাটকের অন্তর্ভুক্তি হচ্ছে। সংবাদ সম্মেলনে রিজভী জানান দেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বিএনপি রাজপথে ছিল, আছে এবং থাকবে। ষড়যন্ত্রকারী এবং দেশ-বিরোধীদের রুখে দেওয়াই বিএনপির মূল লক্ষ্যে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি। (রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ২২.০২.২০২৪ আসাদ)

জি কে শামীমের সাজা বহাল রেখেছেন আপিল বিভাগ

অস্ত্র মামলায় যাবজ্জীবন সাজা প্রাপ্ত যুবলীগের বহিস্কৃত নেতা এস এম গোলাম কিবরিয়া শামীম ওরফে জিকে শামীমকে হাইকোর্টের দেওয়া জামিন বহাল রেখেছেন আপিল বিভাগ। বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন ৫ সদস্যের আপিল বেঞ্চ এই আদেশ দেন। একই সঙ্গে দুই মাসের মধ্যে বিচারপতি নজরুল ইসলাম তালুকদারের নেতৃত্বাধীন হাইকোর্ট বেঞ্চকে মামলাটি নিষ্পত্তির নির্দেশ দেন। গত ১৩ই ডিসেম্বর জি কে শামীমকে ৬ মাসের জামিন দেন হাইকোর্ট। পরে চেম্বার বিচারপতি ১৯শে ডিসেম্বর তা স্থগিত করেন। এর আগে ২০২২ সালের ২৫ শে সেপ্টেম্বর ঢাকা মহানগর বিশেষ ট্রাইবুনাল-১ এর বিচারক শেখ সামিদুল ইসলাম অস্ত্র মামলায় এসএম গোলাম কিবরিয়া শামীম ওরফে জিকে শামীম এবং তার ৭ দেহরক্ষীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন। (রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ২২.০২.২০২৪ আসাদ)

এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ছয় মাসের মধ্যে অবসর ভাতা দেওয়ার নির্দেশ

এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৫ লাখের বেশি শিক্ষক ও কর্মচারীকে ছয় মাসের মধ্যে অবসর সুবিধা বা রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট প্রদানে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার বিচারপতি নাইমা হায়দার এবং বিচারপতি কাজী জিনাত হকের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এই রায় দেন। হাইকোর্ট বলেন, এটা চিরন্তন সত্য যে শিক্ষকদের অবসরের সুবিধা পেতে বছরের পর বছর ঘুরতে হয়। এই হয়রানি থেকে তারা কোনভাবেই পার পান না। অবসর ভাতা পাওয়ার জন্য শিক্ষকরা বছরের পর বছর দ্বারে দ্বারে ঘুরতে পারেন না। এর আগে এমপিওভুক্ত বেসরকারী শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতনের ৬ শতাংশের পরিবর্তে ১০ শতাংশ কর্তনের বিপরীতে বাড়তি আর্থিক সুবিধা কেন দেয়া হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছিলেনন হাইকোর্ট। (রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ২২.০২.২০২৪ আসাদ)

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আলতাফ হোসেন চৌধুরী জামিন পেয়েছেন

গত ২৮ শে অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা মামলায় সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিএনপির ভাইস প্রেসিডেন্ট এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরীর জামিন মঞ্জুর করেছেন আদালত। বৃহস্পতিবার ঢাকার অতিরিক্ত মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. সুলতান শাহাবুদ্দিনের আদালত শুনানি শেষে জামিন মঞ্জুর করেন। এ নিয়ে আকাশে অক্টোবর পর দায়ের করা তার বিরুদ্ধে সব মামলায় জামিন পাওয়ায় তার কারামুক্তিতে কোন বাধা নেই বলে জানিয়েছেন আইনজীবী আনিসুর রহমান।
(রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ২২.০২.২০২৪ আসাদ)

গাজীপুরের কালীগঞ্জে বাসের ধাক্কায় এসএসসি পরীক্ষার্থী ও অভিভাবক সহ ১০ জন আহত

গাজীপুরের কালীগঞ্জে পিকনিকের বাসের ধাক্কায় অটোরিকশার যাত্রী এসএসসি পরীক্ষার্থী ও অভিভাবক সহ কমপক্ষে ১০জন আহত হয়েছেন। এরা সবাই দুটি অটোরিকশার যাত্রী ছিলেন। পরে স্থানীয়রা ঘাতক বাসটিকে আটক করলেও পালিয়ে গেছেন চালক ও হেল্পার। বৃহস্পতিবার সকাল ৯ টার দিকে গাজীপুরের আজমতপুর ইটা খোলা বাইপাস সড়কের ডুবুরিয়া নামক স্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটে। কালীগঞ্জ থানার উপ পরিদর্শক মো. রেজাউল করিম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। (রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ২২.০২.২০২৪ আসাদ)

বিএনপি নেতাদের জামিনের বিষয়ে সরকারের কিছু করার নেই : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

বিএনপি নেতাদের জামিনের বিষয়ে সরকারের কিছু করার নেই বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এবার তো তারা নির্বাচনই করেনি, কাজেই তারা এখন বিরোধীদল বলে দাবি করতে পারবে না। বিভিন্ন কারণে বিএনপির নেতারা

কারাগারের ভিতরে ছিলেন জানিয়ে তিনি আরও বলেন, বিচারক মনে করেছেন তাদের জামিন দিতে হবে, জামিন দিয়েছেন। এখানে আমাদের কিছু করার নেই, বলারও নেই। (রেডিও টুডে ১৮৪৫ ঘ , ২২.০২.২০২৪ রিহাব)

পরিবেশ অধিদফতরের পরিচালক ও তার স্ত্রীর রহস্যজনক মৃত্যু

পরিবেশ অধিদফতরের পরিচালক সৈয়দ নজমুল আহসান ও তার স্ত্রী নাহিদ বিনতে আলমের রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বুধবার শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে মারা যান সৈয়দ নজমুল আহসান। আর তার স্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গিয়েছেন। মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে মিরপুর মডেল থানার ওসি মুন্সী সাব্বির আহমেদ বলেন গতকাল মিরপুর-২ অফিসার্স কমপ্লেক্সে বাসায় স্বামী-স্ত্রী উভয়েই অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে পরিবারের লোকজন নজমুল আহসানকে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। একইসাথে অসুস্থ স্ত্রী নাহিদ বিনতে আলমকে বিএসএমএমইউতে ভর্তি করা হয়। তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ মারা যান। তিনি আরও জানান সৈয়দ নজমুল আহসান পরিবেশ অধিদফতরের ঢাকা অঞ্চলের পরিচালক ছিলেন। তার ও তার স্ত্রীর কী কারণে মৃত্যু হয়েছে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে তার সঠিক কারণ জানা যাবে।
(রেডিও টুডে ১৮৪৫ ঘ , ২২.০২.২০২৪ রিহাব)

সরকারি মিলের চিনির সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য বিশ টাকা বৃদ্ধি

সরকারি মিলের চিনির সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য বিশ টাকা বাড়ানো হয়েছে। প্রতি কেজির দাম বিশ টাকা বাড়িয়ে ১৬০ টাকা নির্ধারণ করেছে চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন। বৃহস্পতিবার গণমাধ্যমে পাঠানো সংস্থাটির এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানা গিয়েছে। এতে বলা হয়, আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সমন্বয় করে এই দর ঠিক করা হয়েছে। নতুন করে প্রতি কেজি চিনির মিলগেট ও করপোরেট সুগার শপে বিক্রয়মূল্য ১৫৫ টাকা ধার্য করা হয়েছে। আর বিভিন্ন সুপারশপ ও বাজারে সর্বোচ্চ বিক্রয়মূল্য ১৬০ টাকা ধরা হয়েছে। (রেডিও টুডে ২১৪৫ ঘ , ২২-০২-২০২৪ রিহাব)

জাগো এফএম

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্টের অভিনন্দন

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পুনরায় নির্বাচিত হওয়ায় শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লেইন। বৃহস্পতিবার, ২২শে ফেব্রুয়ারি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মীর আকরাম উদ্দীন আহম্মদ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান। এক শুভেচ্ছা বার্তায় ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সার্বিক সাফল্য কামনা করে বলেন, আগামী বছরগুলোতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক আরো জোরদার করার লক্ষ্যে তিনি শেখ হাসিনার সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য উন্মুখ। টেকসই উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন, অভিবাসন এবং অন্যান্য স্বার্থের বিষয়ে বাংলাদেশকে সহযোগিতা করতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। চিঠিতে প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লেইন ২০২৩ সালে ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরামে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাতের কথা আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করে বলেন, 'এটি একটি নতুন অংশীদারিত্ব ও সহযোগিতা চুক্তির আলোচনার আনুষ্ঠানিক সূচনাকেও চিহ্নিত করেছে, যার লক্ষ্য আমাদের অংশীদারিত্বের কাঠামোকে আরো বিস্তৃত এবং আধুনিকীকরণ করা।' ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট বলেন, 'ইউরোপীয় ইউনিয়ন দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারিত্বের কাঠামোর মধ্যে গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং আইনের শাসনকে সমুন্নত রাখতে এবং এগিয়ে নিতে বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করে যাবে।' ঢাকায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন ডেলিগেশনের দফতর থেকে ১৯শে ফেব্রুয়ারি পত্রটি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২২.০২.২০২৪ প্রতীক)

সমুদ্রসীমার সম্পদ আহরণ করে কাজে লাগানোর তাগিদ প্রধানমন্ত্রীর

সমুদ্রসীমার সম্পদ আহরণ করে দেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজে লাগানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস এ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট, ১৯৭৪ প্রণয়নের ৫০ বছর পূর্তিতে সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের আছে তরুণ সমাজ। এরা অত্যন্ত মেধাবী। তাদের পথ দেখালেই বীরদর্পে সামনে এগিয়ে যাবে। আমরা সেটাই চাই।' এসময় বিভিন্ন দেশের যুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, 'শান্তি প্রগতি ও উন্নতির পথ দেখায়। আমরা সেজন্য শান্তি চাই, যুদ্ধ চাই না। বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় সেটি আছে।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'জাতির পিতা যেখানে রেখে গেছেন, বাংলাদেশ সেখানে থমকে গিয়েছিল। আমরা আবার সেখান থেকে শুরু করে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত করেছি। আমরা চাই, ২০৪১ সালের বাংলাদেশ হবে উন্নত, সমৃদ্ধ, স্মার্ট বাংলাদেশ। আধুনিক প্রযুক্তি ও জ্ঞানসম্পন্ন নাগরিক গড়ে তুলতে চাই। আমরা বিশ্বের বুকে মাথা উচু করে দাঁড়াব। মর্যাদা নিয়ে চলবো। সব পরিকল্পনা ও কর্মসূচি নিয়ে রেখেছি। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সময়োপযোগী করে আমাদের পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে।' তিনি বলেন, 'খনিজ সম্পদসহ সব আমাদের উত্তোলন করতে হবে। কাজে লাগাতে হবে। এজন্য যথাযথ বিনিয়োগও প্রয়োজন। এজন্য আলাপ আলোচনা করছি। আন্তর্জাতিক টেন্ডারও দিয়েছি। আমরা বিশাল সমুদ্রসীমার যথাযথ ব্যবহার করে দেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজে লাগাতে চাই।' এসময় তিনি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আপনারা আসুন। বাংলাদেশে বিনিয়োগ করুন। আমাদের ভৌগলিক অবস্থানের কারণেই বিনিয়োগ

করে আপনারাও লাভবান হবেন।' সরকারপ্রধান বলেন, 'আমরা কারো সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হব না। তবে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার সামর্থ্য থাকতে হবে। ফোর্সেস গোল তৈরি করেছি। সে অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছি।' সমুদ্র এলাকার উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরে তিনি বলেন, 'বিশাল সমুদ্র এলাকায় ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ চলছে। মাতারবাড়িতে ডিপ সি পোর্ট করেছি। পায়রা সি পোর্ট করছি। এটা থেকে সমুদ্র বেশি দূরে না। এটার একটা ভবিষ্যৎ আছে। আমরা ধীরে ধীরে উন্নতি করছি। তাড়াহুড়া করছি না। ব্লু ইকোনমি বাস্তবায়নে বিশেষ ব্যবস্থা নিচ্ছি। আমাদের ভৌগলিক অবস্থানের কারণে নৌ-বাহিনী কতটা গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জাতির পিতা অনুভব করেছেন। আমি এই নৌ-বাহিনীকে ত্রিমাত্রিক নৌ-বাহিনীতে রূপান্তর করেছি। অনেকে বলে, এটা কী দরকার ছিল। আমরা ছোট দেশ। আমরা কিন্তু জনসংখ্যার দিক থেকে অনেক বড়।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, '৭৫ সালের পরের সরকার আর কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। বিশাল সমুদ্রসীমায় আমাদের অধিকার নিয়ে কেউ কোনো কথা বলেনি, কোনো রকম উদ্যোগ নেয়নি। আমাদের স্থল সীমানা চুক্তিও জাতির পিতা করে দিয়ে যান। সংবিধান সংশোধন করে সে চুক্তি বাস্তবায়ন করে দিয়ে যান। পরে সেটি আর কার্যকর হয়নি। ২১ বছর পর আমরা ক্ষমতায় আসি এবং এ নিয়ে কাজ শুরু করি। এটি করতে হয় গোপনীয়ভাবে। সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়, এই নীতি মেনে চলেছি। পাশাপাশি আমাদের অধিকারটা আদায়েও সচেতন হই। উদ্যোগ নেই।' শেখ হাসিনা বলেন, 'বিশাল সমুদ্রসীমা আমাদের আছে। এটি আমাদের দেশের অর্থনীতিতে অনেক অবদান রাখতে পারবে। আজকের দিনের এই সেমিনার আমাদের সামুদ্রিক সম্পদের ব্যবহার ও সব সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা এবং সহায়ক ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে। সমুদ্রপথ সবাই ব্যবহার করছে এবং ব্যবসা বাণিজ্য করে যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত কোনো সংঘাত হয়নি, শান্তিপূর্ণ বাণিজ্যপথ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এটি অব্যাহত থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি। কখনোই সংঘাতপূর্ণ পরিবেশ হবে না। আমাদের পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতি সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব ধারণ করেই আমরা এগিয়ে যাবো।'. আনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য দেন নৌ-পরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী। এছাড়া বিভিন্ন বাহিনীর প্রধানসহ সরকারের পদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২২.০২.২০২৪ প্রতীক)

ইতিহাস বিকৃতি এক শ্রেণির মানুষের মজ্জাগত : প্রধানমন্ত্রী

ইতিহাস বিকৃত করা ও বাংলাদেশের মানুষকে হেয় করা এক শ্রেণির মানুষের মজ্জাগত, তারা কিছুই ভালো লাগে না রোগে আক্রান্ত বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বৃহস্পতিবার, ২২শে ফেব্রুয়ারি তেজগাঁওয়ে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন। আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, 'আমাদের দেশের কিছু আঁতেল এক সময় বলেছে, শেখ মুজিব ভালো প্রশাসক ছিলেন না। অথচ যে সেক্টরে হাত দিয়েছি দেখেছি মূল কাজটা বঙ্গবন্ধু করে দিয়ে গেছেন। মাত্র সাড়ে তিন বছরে একটা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ে তোলার কাজ করেছেন। স্বল্পোন্নত দেশ করে দিয়ে গেছেন। তার দেখানো পথেই আমরা এগিয়েছি।' এসময় বিএনপির সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'তাদের কাছ থেকে গণতন্ত্রের ছবক শুনতে হয়। অথচ তারা নানান উপায়ে বঙ্গবন্ধুকে মানুষের মন থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছে। বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর স্বাধীনতা বিরোধীদের হাতে চলে যায় আমাদের পতাকা। ইনডেমনিটি দিয়ে বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচারের পথ রুদ্ধ করেছে। খুনিদের পুনর্বাসন করে নানান জায়গায় পদায়ন করেছে। স্বাধীনতা বিরোধীদের হাতে তুলে দিয়েছে আমাদের দেশের পতাকা।' শেখ হাসিনা বলেন, 'ইতিহাস বিকৃত করা ও বাংলাদেশের মানুষকে হেয় করা এক শ্রেণির মানুষের মজ্জাগত। 'তাদের কিছুই ভালো লাগে না' রোগ। এক সময় আমি বঙ্গবন্ধুর ভাষা আন্দোলন নিয়ে বক্তব্য দেওয়ার ফলে একজন লিখলেন, আমি এগুলো মিথ্যা বলেছি। পরে এম আর আক্তার মুকুল সাহেবকে দিয়ে জবাবটা লেখালাম। সে সময়ে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গোয়েন্দা রিপোর্ট, বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী তখন তাকে দিলাম। বললাম, আপনিই লেখেন। আমরা তো চুনোপুঁটি। আমরা লিখলে হবে না।' তিনি বলেন, 'জাতির পিতা সেই সময়ে একটার পর একটা পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। সেটিই ছিল আমাদের পাথেয়। সেগুলোর পথ ধরেই আমরা এগিয়ে গেছি। ভাষার ওপর একটার পর একটা আঘাত আসে। তখন বাংলার মানুষ প্রতিবাদ করেছে।' প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, 'নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বঙ্গবন্ধু তার সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। ভাষা আন্দোলন থেকে যে চেতনা, তার থেকেই আমাদের স্বাধীকার ও স্বাধীনতা আসে। জাতির পিতা এটি তার আত্মজীবনীতেও লিখেছেন, ৫২ থেকে শুরু হওয়া আন্দোলন একাত্তরের স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে শেষ হয়।' তিনি বলেন, 'আওয়ামী লীগ ১৯৪৯ সালে ও ছাত্রলীগ ১৯৪৮ সালে গঠিত। এই দেশের যতটুকু অর্জন তা আওয়ামী লীগের হাত ধরেই হয়েছে। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে সব আন্দোলনে আওয়ামী লীগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।' আলোচনায় আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ ও মহানগরের নেতারা অংশ নেন। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২২.০২.২০২৪ প্রতীক)

বিএনপি নেতাদের জামিন বিষয়ে সরকারের কিছু করার নেই : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

বিএনপি নেতাদের জামিনের বিষয়ে সরকারের কিছু করার নেই বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল।বৃহস্পতিবার, ২২শে ফেব্রুয়ারি সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা জানান।সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, 'এবার তো বিএনপি নির্বাচনই করেননি। কাজেই তারা তো এখন বিরোধী দল বলে দাবি করতে পারেন না। তারা আরেকটি রাজনৈতিক দল যেমন ছোট ছোট অনেক দল আছে,

সেরকম দলের মতো আজ বিএনপির অবস্থান।' তিনি বলেন, 'বিভিন্ন কারণে বিএনপি নেতারা কারাগারের ভেতরে ছিলেন। বিচারক মনে করেন তাদের জামিন দিতে হবে, তাদের জামিন দিয়েছেন, এখানে আমাদের কিছু করার নেই, বলারও নেই।' মিয়ানমার ইস্যুতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, '৩৩০ জন বর্ডার গার্ড পুলিশ, সামরিক বাহিনী এবং সরকারি কর্মকর্তারা যারা আমাদের দেশের বর্ডারের কাছাকাছি ছিল ১০ থেকে ১৫ মাইল, তারা পালিয়ে আমাদের দেশে প্রবেশ করেছিল। আমাদের দেশ তাদের এক জায়গায় রেখে দিয়ে তাদের আবার ইনফর্ম করা হয়। তাদের দেশ থেকে ব্যবস্থা নিয়ে আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তাদের দেশে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি।' মন্ত্রী বলেন, 'খুব সুন্দর ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা এখানে কাউকে ঢুকতে দেবো না, আমরা আমাদের সীমান্তের ভেতরে আর কাউকে ঢুকতে দেবো না। আমরা মনে করি প্রত্যেকে যার যার জন্মভূমিতে থাকবে।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরো বলেন, 'আমরা অনেক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় দিয়েছি, তাদেরও আমরা বলছি এবং মিয়ানমার সরকারকেও বলছি, বিশ্বের সব দেশকেও আমরা বলছি, যত দ্রুত তাদের আমাদের দেশ থেকে ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য। আমরা সবাইকে অনুরোধ করছি। আমরা মনে করি আমাদের সেই প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২২.০২.২০২৪ প্রতীক)

ঋণ পরিশোধের চাপ তো কিছুটা আছে, তবে আমরা কি মরে গেছি : অর্থমন্ত্রী

বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের চাপ প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী বলেন, 'বিদেশি ঋণ পরিশোধের প্রেসার তো কিছুটা আছে। তবে খুব যে বেশি প্রেসার বিষয়টা ওই রকম নয়। ঋণ পরিশোধের জন্য আমরা কি মরে গেছি?' বৃহস্পতিবার, ২২শে ফেব্রুয়ারি নগরীর শেরে বাংলা নগরের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা, আইওএম-এর বাংলাদেশে নিযুক্ত চিফ অব মিশন আব্দুস সাত্তার এসয়েড ও ইফাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। মূল্যস্ফীতি প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, 'মূল্যস্ফীতিতে কিছুটা অস্বস্তি আছে। একটা কমে আরেকটা আবার বাড়ে। কী করবো, জোর করে ধরে নামাবো? তবে একটু ধৈর্য ধরেন সব কিছু ঠিক হবে।' তিনি আরো বলেন, 'ইফাদ হালদা নদীতে রেণু পোনার উন্নয়নে দুই বিলিয়ন ডলার ছাড় করেছে। এমন কাজ সামনে আরো করবো। আইওএম বৈদেশিক মাইগ্রেন্ট নিয়ে কাজ করে। প্রবাসীদের আনা নেওয়ার কাজ করে তারা। সামনে এ ধরনের সহায়তা তারা অব্যাহত রাখবে।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২২.০২.২০২৪ প্রতীক)

বাজার থেকে কেউ খালি হাতে ফিরছেন না : বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

মানুষের হাতে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি টাকা আছে এমন মন্তব্য করে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেছেন, 'বাজারে যে পণ্য ঢুকছে তা অবিক্রীত থাকছে না। কেউ খালি হাতে ফিরছেন না। বৃহস্পতিবার, ২২শে ফেব্রুয়ারি রাজধানীর সিরডাপ অডিটোরিয়ামে 'দ্রব্যমূল্যে অস্থিরতা, উত্তরণের উপায়' শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। দৈনিক যুগান্তরের পঁচিশ বছর উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান। যুগান্তরের প্রকাশক ও যমুনা গ্রুপের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট সালমা ইসলামের সভাপতিত্বে এতে মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিআইডিএস-এর রিসার্চ ফেলো ড. বদরুন্নেসা আহমেদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন যুগান্তর সম্পাদক সাইফুল আলম। বিশেষজ্ঞ আলোচক হিসেবে ছিলেন বিআইডিএস-এর সাবেক মহাপরিচালক ড. এম কে মুজেরী, ক্যাব সভাপতি গোলাম রহমান ও সিপিডির সম্মানীয় ফেলো ড. মোস্তাফিজুর রহমান। সম্মানিত অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারম্যান প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'বাজার কখনো নজরদারি করে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। বাজারের একটা সাপ্লাই চেন আছে। এ সাপ্লাই চেনে উৎপাদক থেকে ভোক্তা পর্যায়ে প্রত্যেককে যার যার জায়গা থেকে দায়িত্ব পালন করতে হবে।' তিনি বলেন, 'কৃষি পণ্যগুলো হার্ভেস্টিংয়ের সময় বেশি উৎপাদন হয়। তারপর ৩ থেকে ৪ মাস উৎপাদন হয় না। গুদামজাত করা ও মজুদদারি এ দুটির মধ্যে যদি পার্থক্য নির্ধারণ না করতে পারি বাজার ক্ষতিগ্রস্ত হবে। একইভাবে আমদানি পণ্য আমরা যদি সিজনে না কিনে অফ-সিজনে কিনি আমাদের বেশি দাম দিতে হবে।' তিনি বলেন, 'তেল এবং চিনি এ দুটি আমরা আমদানির ওপর নির্ভরশীল। আমদানির ওপর নির্ভরশীল থেকে আমাদের মতো একটা দেশে ১৭ কোটি মানুষকে আমদানি করে সরবরাহ করা বেশ কঠিন।' টিটু বলেন, 'বাজারে কিন্তু যে পণ্য আমাদের ঢুকতেছে তা অবিক্রীত থাকছে না। কেউ কিন্তু আবার খালি হাতে ফিরছে না। এ দেশে কিন্তু দুর্ভিক্ষ বা খাদ্যের সংকট ছিল। বাজারে টাকা দিলেও খাদ্য পাওয়া যেত না। সেখান থেকে আমরা বের হয়ে এসেছি। আমাদের কিন্তু এখন চাল আমদানি করতে হয় না। মানুষের হাতে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি টাকা আছে।' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মসিউর রহমান বলেন, 'আমাদের দেশে দোষ চাপানোর প্রবণতা বেশি। এখানে দোষ হলো, ব্যবসায়ীর, শিল্পপতির ও সরকারের। আর কারো দোষ নেই। এর থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। সামনে কীভাবে সমস্যা থেকে উত্তরণ করা যায়, সে জন্য কাজ করতে হবে।' তিনি বলেন, 'বাজারে পণ্য সরবরাহ ঠিক রাখতে না পারলে যত আইনই করেন বা থাকুক, তা কার্যকর করা যাবে না। তাই বাজার ব্যবস্থাপনায় বিধি, নিয়ন্ত্রক ও হস্তক্ষেপের পার্থক্য খেয়ালা রাখতে হবে। পণ্যের উৎপাদন ও আমদানি পণ্যের বন্দর থেকে শুরু করে ভোক্তা পর্যন্ত পৌঁছাতে যে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা দূর করা দরকার। এটা করা না গেলে নিয়ন্ত্রণ কঠিন হয়ে যায়।' বিআইডিএস-এর সাবেক মহাপরিচালক এম কে

মুজেরী বলেন, 'মূল্যস্ফীতি ও অস্থিরতা আলাদা বিষয়। এর মধ্যে পার্থক্যও রয়েছে। কিন্তু মূল্যস্ফীতি বেশি হলে অস্থিরতাও বাড়ে, এটা ঠিক। সরবরাহ ব্যবস্থায় সমস্যা থাকলেও অস্থিরতা বাড়ে। এর সমাধানের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানে কাজ করতে হবে। আমদের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও দায়িত্বপ্রাপ্তরা তাদের সঠিক দায়িত্ব পালন করছে কি না সেটিও গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে।' সিপিডির সম্মানীয় ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি ও মানুষের ক্রয় ক্ষমতার দিকে নজর রাখতে হবে। সামষ্টিক অর্থনীতি ঠিক করতে হবে। এটি ঝুঁকির দিকে যাচ্ছে। এটি সমাধান করা গেলে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও ক্রয় ক্ষমতা বাড়ানো যাবে। সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক উদ্যোগ নিলে আশা করছি লক্ষ্য অর্জন সহায়ক হবে। তিনি বলেন, 'সরবরাহের বিষয়ে বলবো, এ ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক থেকে শুরু করে তদারকিতে যতগুলো প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদের শক্তি বাড়াতে হবে। এক এক ক্ষেত্রে এক এক তথ্য থাকে। তথ্যের এ বিভ্রান্তি দূর করতে হবে। এছাড়া কৃষিপণ্য বা ভোগ্যপণ্যের আমদানির ক্ষেত্রে প্রতিবেশি দেশের সঙ্গে চুক্তি করতে হবে। যাতে তারা কোনো পণ্য রফতানি বন্ধ করলে তা আগে থেকে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়। পাশাপাশি পণ্যের ভবিষ্যৎ বাজার দর নির্ধারণে কমোডিটি এক্সচেঞ্জ চালু করা যেতে পারে।' গোলাম রহমান বলেন, 'দ্রব্যমূল্য বাড়লে সাধারণ মানুষের কষ্ট এবং দাম কমে গেলে ব্যবসায়ীদের কষ্ট হয়। এর মধ্যে অতি ধনি বা ধনি শ্রেণি এবং অতি দরিদ্র বা দারিদ্রসীমার নিচের লোকদের কোন সমস্যা হয় না। এর কারণ হলো, যারা দরিদ্র তাদের লক্ষ্য থাকে টিসিবি আসবে কবে, বিধবা ভাতা পেল কি না। বয়স্ক ভাতা পেল কি না ইত্যাদি। আর যারা ধনি তারা যা চায় তাই পায়। এ জন্য তাদের চিন্তা নেই। সমস্যা হলো, মাঝখানের ১০ কোটির বেশি মানুষের। যারা মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যস্ফীতির কষাঘাতে চরম কষ্টে দিন কাটাচ্ছে।' তিনি বলেন, 'আমাদের বাজারে যখন কোনো পণ্যের দাম বাড়ে তখন এটি জ্বর সর্দি পর্যায়ে থাকে। তখন বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বিষয়টি দেখে। আর এর থেকে খারাপ কিছু হলে সংশ্লিষ্ট অন্যরা দেখেন। সে জন্য আমি মনে করি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দুটি বিভাগ থাকা দরকার। একটি বাণিজ্য বিভাগ, অন্যটি ভোক্তা অধিকার বিভাগ। এটি করা গেলে একটি কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে মনে করি।'
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২২.০২.২০২৪ প্রতীক)

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রীর সঙ্গে সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মুহাম্মদ ফারুক খানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত রেতো রেংগলি। বৃহস্পতিবার, ২২শে ফেব্রুয়ারি সচিবালয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে এই সাক্ষাৎ করেন তারা। এ সময় বাংলাদেশের সঙ্গে সরাসরি বিমান যোগাযোগ স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করেন সুইজারল্যান্ড রাষ্ট্রদূত। উত্তরে মন্ত্রী সুইজারল্যান্ডের আগ্রহকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'আমরা আশা করছি আগামী দুই মাসের মধ্যে বাংলাদেশ এবং সুইজারল্যান্ডের মাঝে এয়ার সার্ভিস এগ্রিমেন্ট সই করবো। এরপর আমরা দুই দেশের মধ্যে সরাসরি বিমান পরিচালনার বিষয়টি বিবেচনা করব।' সাক্ষাৎকালে বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত বলেন, 'এয়ার সার্ভিস এগ্রিমেন্ট নিয়ে বাংলাদেশ দলের সঙ্গে কাজ করাটা ছিল আমাদের জন্য আনন্দের। বাংলাদেশ দল নেগোসিয়েশনে প্রশংসনীয় দক্ষতা দেখিয়েছে। তাদের দক্ষতা ও সহযোগিতার জন্য সুইজারল্যান্ডের সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছে।' ফারুক খান বলেন, 'বাংলাদেশের অবস্থান আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল রুটের মধ্যে হওয়ায় আমরা এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশকে একটি অন্যতম প্রধান এভিয়েশন হাবে রূপান্তর করার জন্য কাজ করছি। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের থার্ড টার্মিনাল, কক্সবাজার বিমানবন্দরের রানওয়ে সম্প্রসারণ ও নতুন টার্মিনাল নির্মাণসহ দেশের সকল বিমানবন্দরের এভিয়েশন অবকাঠামোর উন্নয়ন কাজ চলমান। আমরা আশা করছি, আগামী অক্টোবরে থার্ড টার্মিনাল চালু হওয়ার পর আকাশ পথের বিদ্যমান যাত্রী সংখ্যা ও কার্গোর পরিমাণ কয়েক বছরের মধ্যেই দ্বিগুণ হবে।'
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২২.০২.২০২৪ প্রতীক)

গাজায় যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্রের ভেটো হতাশাব্যঞ্জক : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

গাজায় যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্রের ভেটো দেওয়ার বিষয়টিকে গভীর হতাশাব্যঞ্জক বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ। বৃহস্পতিবার, ২২শে ফেব্রুয়ারি দুপুরে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময়কালে তিনি এ কথা বলেন। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপিত গাজায় যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্রের ভেটো দেওয়ায় প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'গাজায় নারী-শিশুদের নির্বিচারে হত্যাই শুধু নয়, সেখানে পানি-বিদ্যুৎসহ সব বেসিক সাপ্লাই লাইন পরিকল্পিতভাবে ব্যাহত করা হচ্ছে।' তিনি বলেন, 'হাসপাতালে অভিযান-হামলা চালানো হচ্ছে, চরমভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে এবং এটি আন্তর্জাতিক আইন-কানুনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। কেউ কেউ ইসরায়েলিদের নিরাপত্তার কথা বলে, তাহলে এই ফিলিস্তিনি নারী-শিশুদের নিরাপত্তা, ফিলিস্তিনিদের অধিকার কোথায় গেল?' মন্ত্রী বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত বন্ধুপ্রতীম সম্পর্ক। কিন্তু এই ভেটো প্রদান গভীর হতাশাব্যঞ্জক। আমরা কোথাও যুদ্ধ চাই না, যুদ্ধ বন্ধ হোক।' প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের চিঠি ও তাদের পররাষ্ট্র দফতরের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া ব্যুরোর ডেপুটি এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি আফরিন আখতারের আসন্ন সফরের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন করলে ড. হাছান মাহমুদ বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক আরো এগিয়ে নিতে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের

চিঠি অত্যন্ত গুরুত্ববহ এবং তাদের কর্মকর্তাদের সফর আমাদের সম্পর্ককে আরো গভীর ও বিস্তৃত করবে।' বিএনপি রমজানে কর্মসূচি দেওয়ার কথা ভাবছে,এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে হাছান মাহমুদ বলেন, 'বিএনপি রোজা-রমজান-ঈদ কোনোটাই মানে না। তারা এখন রমজানের মধ্যে কর্মসূচি দেওয়ার কথা ভাবছে। ঈদের দিনও কর্মসূচি দেয় কি না সেটিই দেখার বিষয়।' তিনি বলেন, 'নির্বাচন বর্জন করে বিএনপি যে ভুল করেছে সেজন্য তাদের দলটিও ধপাস করে পড়ে গেছে। এখন তারা কোমর সোজা করে দাঁড়াতে পারবে কি না সেটিই বিষয়। আর এই ভুলের জন্য নেতা-কর্মীদের তোপের মুখে পড়েছে বিএনপির নেতৃত্ব। রমজানে কর্মসূচি দিলে তারা জনগণের তোপের মুখে পড়বে।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২২.০২.২০২৪ প্রতীক)

চলতি সংসদে বিচারপতি নিয়োগের আইন আনা হবে : আইনমন্ত্রী

চলতি সংসদে বিচারপতি নিয়োগের জন্য আইন আনা হবে বলে জানিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক। বৃহস্পতিবার, ২২শে ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদের অধিবেশনে বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ ও জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নুর এক সম্পূরক প্রশ্নের উত্তরে এ কথা জানান আইনমন্ত্রী। এ সময় স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। আনিসুল হক বলেন, 'বিচারপতি নিয়োগের জন্য সংবিধানে একটি আইন করার কথা বলা আছে। চলতি সংসদে বিচারপতি নিয়োগের জন্য আইন আনা হবে।' আইনমন্ত্রী বলেন, 'আপিল বিভাগে সাতজন বিচারপতি থাকতে হবে, সংবিধানে এমন কোনো বিধান নেই। আগে ১১জন বিচারপতিও ছিলেন। খুব শিগগিরই আপিল বিভাগে বিচারপতি নেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতি উদ্যোগ নেবেন।' একইভাবে হাইকোর্ট বিভাগে বিচারপতি বাড়ানোর বিষয়েও রাষ্ট্রপতি উদ্যোগ নেবেন বলে তিনি আশা করেন। এসময় এম আবদুল লতিফের এক প্রশ্নের জবাবে আনিসুল হক বলেন, 'দেশের মামলাজট কমানোর লক্ষ্যে বিচারকের সংখ্যা বাড়ানো এবং নতুন আদালত প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সম্প্রতি সহায়ক জনবলসহ ৪৭টি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, সাতটি সাইবার ট্রাইব্যুনাল, সাতটি মানব পাচার ট্রাইব্যুনাল, সাতটি সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, গাজীপুর ও রংপুর চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, দুইটি মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ৩০টি সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ও ২২টি জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ৬২টি অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত ও ১১টি অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালত, পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালী উপজেলায় একটি সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ও একটি সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, গাজীপুর, রংপুর ও বরিশালে তিনটি মহানগর দায়রা জজ আদালত, তিনটি অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালত ও তিনটি যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ আদালত সৃজন করা হয়েছে। এছাড়া ১১টি যুগ্ম জেলা জজ, ৩৪টি যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ ১৭টি অর্থঋণ আদালত, ২১৪টি সহকারী জজ আদালত, ১৩টি ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল, ৫৪টি ল্যান্ড সার্ভে আপিল ট্রাইব্যুনাল, চট্টগ্রাম জেলায় তিনটি অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, ১০টি মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, সাতটি অতিরিক্ত চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এবং মাদক সংক্রান্ত মামলা বিচারের জন্য স্বতন্ত্র ৩০টি অতিরিক্ত জেলা জজ, ২৪টি অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, ৬৬টি যুগ্ম জেলা জজ ও ৩২টি যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ আদালত সৃজনের প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।' আইনমন্ত্রী বলেন, 'বিচার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিচারকের নতুন পদ সৃজনে বর্তমান সরকার কার্যকর উদ্যোগ নিয়েছে। সরকারের আন্তরিক উদ্যোগের কারণেই অধস্তন আদালতে বিভিন্ন পদমর্যাদার ৩৫৯টি বিচারকের পদ সৃজন করা হয়েছে। আদালতগুলো যাতে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারে সেজন্য ১ হাজার ৯৯৯টি সহায়ক পদ সৃজন করা হয়েছে। অপরদিকে ২০০১ থেকে ২০০৬ সালে চারদলীয় বিএনপি-জামায়াত জোট আমলে মাত্র ২৫টি বিচারকের পদ এবং ১৩৩টি সহায়ক জনবলের পদ সৃজন করা হয়। ২০০৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত অধস্তন আদালতে মোট ১ হাজার ৪২৬ জন বিচারক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত চারদলীয় বিএনপি-জামায়াত জোট আমলে অধস্তন আদালতে মাত্র ১৯০ জন বিচারক নিয়োগ করা হয়েছিল। এছাড়া ১ হাজার ৬০০ বিজেএসের মাধ্যমে ১০৪ জন বিচারক নিয়েগের জন্য বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সুপারিশ প্রদান করছে। আরো ১০০ জন বিচারক নিয়োগ পরীক্ষার প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন বরাবর পত্র পাঠানো হয়েছে। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের বিচারক সংখ্যা বাড়ানোর বিষয়টি সরকারের বিবেচনায় রয়েছে।'

(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২২.০২.২০২৪ প্রতীক)

সত্য দিয়ে ভুল তথ্যকে চ্যালেঞ্জ জানাতে চাই : তথ্য প্রতিমন্ত্রী

সত্য তথ্য দিয়ে অপতথ্য ও ভুল তথ্যকে চ্যালেঞ্জ জানাতে চান বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত। বৃহস্পতিবার, ২২শে ফেব্রুয়ারি দুপুরে সচিবালয়ে নিজ মন্ত্রণালয়ে জার্মানির বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় এ কথা বলেন তিনি। রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস, আরএসএফ প্রকাশিত ২০২৩ সালের প্রতিবেদনের বিষয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'আরএসএফের প্রতিবেদনে অনেক ভুল তথ্য আছে। এর বিপরীতে প্রকৃত সত্য আমি তথ্য-প্রমাণসহ গণমাধ্যমে তুলে ধরেছি। এ সংক্রান্ত একটা চিঠি আরএসএফকে পাঠিয়েছি। আমাদের উদ্দেশ্য আরএসএফের কাছে সত্য তুলে ধরা এবং আমাদের নিয়ে করা র‍্যাংকিং পুনর্মূল্যায়ন করা।' তিনি আরো বলেন, কিছু মানুষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সরকারের কাজের সমালোচনা করে। তবে বর্তমান সরকার গঠনমূলক সমালোচনাকে স্বাগত জানায়। আমরা শুধু অপতথ্য ও ভুল তথ্য প্রতিরোধ করতে চাই। গণমাধ্যম সঠিক তথ্য-প্রমাণসহ সরকারের

সমালোচনা করলে সেটি সরকারকে সহযোগিতা করে। কিন্ত ভুল তথ্য দিয়ে কোনো কিছুর সমালোচনা করলে তা কাউকে সহযোগিতা করে না।' সাক্ষাৎকার প্রদানকালে তথ্য প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, 'ডিজিটাল দুনিয়া থেকে জনগণকে নিরাপদ রাখার জন্য সরকার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন করেছে। এর অপব্যবহার নিয়ে সমালোচনা হওয়ায় সরকার এটি পরিবর্তন করে সাইবার নিরাপত্তা আইন করে। এটিই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের সৌন্দর্য। তার সরকার সবসময় চাহিদার নিরিখে সবকিছুর সমন্বয় করে, পরিবর্তন করে।' বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। ডেল্টাকে রক্ষার জন্য বাংলাদেশ ১০০ বছরের ডেল্টা প্ল্যান প্রণয়ন করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জলবায়ু উদ্বাস্তুদের জন্য গৃহ নির্মাণ করে দিচ্ছেন। বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় আরো গবেষণা প্রয়োজন। এ বিষয়ে বাংলাদেশ সব সময় আন্তর্জাতিক ফোরামে জোরালো বক্তব্য তুলে ধরে আসছে। জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আরো সহযোগিতা ও বাস্তবসম্মত সমাধানে আসা প্রয়োজন।' রোহিঙ্গাদের নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে মোহাম্মদ আলী আরাফাত বলেন, 'রোহিঙ্গাদের প্রতি বাংলাদেশ সর্বোচ্চ সহানুভূতি দেখিয়েছে। বর্তমানে মিয়ানমারের রোহিঙ্গা নাগরিকরা বাংলাদেশের মতো ঘনবসতিপূর্ণ দেশের জন্য বড় ধরনের চাপের কারণ। বাংলাদেশ চায় রোহিঙ্গারা তাদের নিজ দেশে সম্মানজনকভাবে ফিরে যাক। গোটা বিশ্বের রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের নিয়ে দায়িত্ব রয়েছে। মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবর্তনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে উন্নত রাষ্ট্রসমূহের ভূমিকা নেওয়া উচিত। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত এ বিষয়ে মিয়ানমারের ওপর চাপ অব্যাহত রাখা।' এসময় উপস্থিত ছিলেন জার্মানির বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিক রিচার্ড বাইল, মাইকেল স্ট্যাং, সুসান ক্রুটজম্যান, আলজোসা হার্টম্যান, জুলিয়া থেরাস হেল্ড, নাটালি মেরোথ, বেঞ্জামিন বার্ড থমাস। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২২.০২.২০২৪ প্রতীক)

৫ বছরে সরকারি চাকরিতে ৩ লাখ ৫৮ হাজার ২৩৭ নিয়োগ : জনপ্রশাসনমন্ত্রী

২০১৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সারাদেশে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে মোট তিন লাখ ৫৮ হাজার ২৩৭টি পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন জনপ্রশাসনমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন। তিনি জানান, 'এসব নিয়োগের মধ্যে সর্বোচ্চ ১ হাজার ৩৪১ জন চট্টগ্রামে এবং ঢাকায় নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ১ হাজার ২৩৫ জনকে। অন্যদিকে গত পাঁচ বছরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীনে সারাদেশে ২০ হাজার ২৬৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।' বৃহস্পতিবার, ২২শে ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ অধিবেশনে এমপি সোহরাব উদ্দিনের এক প্রশ্নের জবাবে ফরহাদ হোসেন এসব তথ্য জানান। জনপ্রশাসনমন্ত্রী জানান, 'সরকারের শূন্য পদে নিয়োগ একটি চলমান বিষয়। শূন্য পদ পূরণ সুনির্দিষ্ট বিধি অনুযায়ী করা হচ্ছে। সরকারের বিভিন্ন দফতর, মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাগুলোর চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্ম কমিশনের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রেডে নিয়োগ দেওয়া হয়।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২২.০২.২০২৪ প্রতীক)

রিটার্ন না দেওয়া বাড়িওয়ালাদের খুঁজতে বিশেষ অভিযান : এনবিআর

যেসব বাড়িওয়ালা আয়কর রিটার্ন দেননি তাদের খুঁজে বের করতে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হবে বলে জানিয়েছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, এনবিআরের চেয়ারম্যান আবু হেনা মো. রহমাতুল মুনিম। বৃহস্পতিবার, ২২শে ফেব্রুয়ারি বিকেলে এনবিআরে অনুষ্ঠিত প্রাক-বাজেট আলোচনায় এ তথ্য জানান তিনি। অনুষ্ঠানে বাড়িওয়ালার আয়কর রিটার্নের দাখিল প্রমাণ সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা বাতিলের প্রস্তাব দেয় ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, ই-ক্যাব। অনুষ্ঠানে ই-ক্যাবের প্রতিনিধি শাহিন হাসান, জাহাঙ্গীর আলম শোভন উপস্থিত ছিলেন। ই-ক্যাব জানায়, এটার জন্য আমরা বাড়িওয়ালাদের নোটিশ দেই, লেটার দেই। মাত্র ৩০ শতাংশের কাছ থেকে রিটার্ন জমার প্রমাণপত্র পাই। এর ফলে আমাদের ভাড়া বাবদ খরচের ওপর ৩০ শতাংশ কর দিতে হয়। এমন প্রস্তাবে এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন, 'রাজধানী ও চট্টগ্রামে বাড়ির মালিক, ফ্ল্যাটের মালিকদের রিটার্ন দিতে হবে। আয় কী, কতটুকু কর দিতে হবে সেটা এনবিআর দেখবে। তাদের রিটার্ন দিতেই হবে।' ই-ক্যাবের প্রতিনিধিদের প্রস্তাব শুনে এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন, 'আপনারা দেশের উন্নতি চান, বড় বড় কথাও বলেন, ট্যাক্স নেট বাড়ে না এনবিআরকে দোষারোপও করেন। আবার সিটি করপোরেশনের বাড়িওয়ালার রিটার্ন অব্যাহতি দাবি করেন। কোন বাড়িওয়ালা রিটার্ন জমা দেয় না। আপনারা বলার পরেও আপনাদের কাছে বাড়ি ভাড়া দেয় না তাদের ব্যাপারে আমার কাছে অভিযোগ দেন। আপনারা বাড়িওয়ালাদের রিটার্ন জমা দিতে উদ্বুদ্ধ করেন।' তিনি আরো বলেন, ধরে নেওয়া হয় একজন বাড়িওয়ালার কর দেওয়ার সক্ষমতা আছে। মহানগর এলাকায় বাড়ির মালিক এখনো রিটার্ন দিচ্ছে না। আমরা এতদিন তাদের কনভিন্স করার চেষ্টা করেছি, বলার চেষ্টা করেছি। মহানগরের বাড়ির মালিকদের তালিকা করেছি। ডেসকো মিটারের মালিক, ওয়াসার বিল কে দেয় এগুলা থেকে আমরা মালিকদের চিহ্নিত করেছি। আমরা এখন স্পেশাল ড্রাইভ দেবো।' তিনি বলেন, 'আমরা রিটার্ন দাখিল সহজ করে দিয়েছি। অনলাইনেই রিটার্ন দাখিল করা যায়। এত কিছুর পরেও রিটার্ন দাখিল না করার কোনো কারণ নেই। অচিরেই স্পেশাল ড্রাইভ দেবো।'
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২২.০২.২০২৪ প্রতীক)

করোনায় একজনের মৃত্যু, শনাক্ত ৭৩

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ৭৩ জনের দেহে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে মোট আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০ লাখ ৪৮ হাজার ১১৬ জনে। এ সময়ে করোনায় আক্রান্ত হয়ে আরো একজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে

মোট মৃত্যুর সংখ্যা ২৯ হাজার ৪৮৭ জনে দাঁড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার, ২২শে ফেব্রুয়ারি স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে পাঠানো করোনা বিষয়ক নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২৪ ঘণ্টায় করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন ৩২ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৫ হাজার ১৮০ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় পরীক্ষা করা হয় ৭১৭ নমুনা। পরীক্ষার বিপরীতে শনাক্তের হার ১০ দশমিক ১৮ শতাংশ। মহামারির শুরু থেকে এ পর্যন্ত মোট শনাক্তের হার ১৩ দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২২.০২.২০২৪ প্রতীক)

BBC

KREMLIN LASHES OUT AFTER BIDEN AIMS BARB AT PUTIN

The Kremlin has accused Joe Biden of attempting to appear like a "Hollywood cowboy" after the US president called Vladimir Putin "a crazy SOB". Mr Biden made the comments at a public fundraising event on Wednesday in California, warning about the threat of nuclear conflict. In response, Kremlin spokesman Dmitry Peskov called it a poor attempt to appear like a "Hollywood cowboy ". He added that such vocabulary "debases America itself ". (BBC Web Page: 22/02/24, FARUK)

SOUTH AFRICA'S PARLIAMENT IMPEACHES TOP JUDGE

In a historic move, South Africa's parliament has impeached one of the country's top judges for misconduct. An investigation found that John Hope, the leading judge in Western Cape province, tried to influence justices at the country's top court in a case relating to former President Jacob Zuma. He approached two justices in 2008 to see if they would support Mr Zuma in a decision relating to a corruption case. Mr Hlophe always denied the accusation. (BBC Web Page: 22/02/24, FARUK)

HISTORICAL SITES IN AFGHANISTAN BULLDOZED FOR LOOTING

Dozens of archaeological sites in Afghanistan have been bulldozed to allow systematic looting, according to researchers at the University of Chicago. They say their analysis of satellites photos provides the first definitive photographic evidence that looting patterns that began under the previous government have continued since the Taliban returned to power in 2021. Ancient settlements dating back to the Late Bronze Age and Iron Age - some earlier than 1000BC - are among those they say have been damaged. Most of the sites identified are in northern Afghanistan's Balkh region, which more than two millennia ago was the heartland of Bacteria.
(BBC Web Page: 22/02/24, FARUK)

LIBYA IN LANDMARK DEAL OVER TRIPOLI MILITIAS EXIT

Armed groups that have been controlling Tripoli for more than a decade have agreed to leave Libya's capital. Interior minister Imad Trabelsi - part of the internationally recognized government - said after lengthy negotiations a deal had been struck for regular forces to police Tripoli. He told journalists there would only be emergency police, city officers and criminal investigators in their place. The deal comes after a series of deadly clashes in the city in recent months.
(BBC Web Page: 22/02/24, FARUK)

PALESTINIAN GUNMEN KILL ONE PERSON IN WEST BANK

A man has been killed and seven other people have been wounded in an attack by three Palestinian gunmen near an Israeli settlement in the occupied West Bank, Israeli police and medics say. A statement said the terrorists got out of a car at a checkpoint for Male Adumim and fired automatic weapons at several vehicles waiting there. Police killed two attackers while the third was wounded and arrested. Palestinian armed group Hamas praised the attack but did not claim it.
(BBC Web Page: 22/02/24, FARUK)

INDIA STATE BANS CANDY FLOSS OVER CANCER RISK

Some Indian states think so and have banned the sale of the pink, wispy, sugary-sweet treat. Last week, the southern state of Tamil Nadu implemented the ban after lab tests confirmed the presence of a cancer-causing substance, Rhodamine-B, in samples sent for testing. Earlier this month, the union territory of Puducherry banned

the sweet treat while other states have begun testing samples of it. Cotton candy, also called buddi-ka-baal (old woman's hair) in India because of its appearance, is popular with children the world over. (BBC Web Page: 22/02/24, FARUK)

SHIP ON FIRE IN GULF OF ADEN AFTER MISSILE ATTACK

Two missiles have hit a ship off Yemen and caused a fire on board, authorities say, in another apparent attack by Yemen's rebel Houthi movement. The UK Maritime Trade Operations agency said the unnamed vessel was in the Gulf of Aden when it was attacked and that US-led coalition forces had responded. A maritime security firm identified it as a Palau-flagged cargo ship. There was no claim from the Houthis, but they have been targeted merchant vessels in the region since November.
(BBC Web Page: 22/02/24, FARUK)

UK AID SUPPLIES AIR-DROPPED INTO GAZA FOR FIRST TIME

The UK has air-dropped aid into Gaza for the first time since war broke out after striking a deal with Jordan. Four tonnes of supplies including medicines, food and fuel were delivered into the strip on a Jordanian Air Force plane on Wednesday. Packages fitted with parachutes floated down to the Tel Al-Hawa Hospital in northern Gaza. UK Foreign Secretary David Cameron said the aid would save lives and keep the hospital running. The UK has until now only sent aid to Gaza by land and sea, but northern Gaza - a wasteland after nearly five months of war - is impossible to reach. (BBC Web Page: 22/02/24, FARUK)

TWO WORKERS DIE IN DUTCH BRIDGE COLLAPSE

Two workers have died in the Netherlands after part of an under-construction bridge collapsed. The incident in Lochem happened after cables snapped on a bridge arch being hoisted into place - which plummeted to the ground. Two other people were injured and are being treated in hospital. Officials described the bridge collapse as an industrial accident and said an investigation into the cause was under way. One of the dead workers was from Belgium and the other Poland, authorities told Dutch broadcaster NOS. (BBC Web Page: 22/02/24, FARUK)

KENYA DROPS UNPOPULAR ENTRY FEE FOR SEVEN COUNTRIES

Kenya has exempted passport holders from South Africa and six other countries from paying an unpopular entry fee introduced last month. The government scrapped visa requirements for all foreign passport holders last month. The move was seen as an attempt to promote Kenya as a tourist destination and to attract business travellers. But a $30 entry fee was introduced, including for some visitors who previously did not require visas. The decision caused a huge backlash, with critics saying that it could lead to countries with which Kenya has visa-waiver agreements introducing a similar fee, making travel more costly and bureaucratic.
(BBC Web Page: 22/02/24, FARUK)

INDONESIA HIT BY SOME OF STRONGEST WINDS RECORDED

Indonesia has been struck by some of the strongest winds recorded in the country, injuring at least 33 people. Buildings were damaged as the winds tore through the town of Sumedang in West Java province. Videos uploaded to social media show debris flying through the air, roofs torn from buildings and part of a convenience store collapsing. A climatologist at government research body BRIN said winds were strong enough to be considered a tornado. (BBC Web Page: 22/02/24, FARUK)

:: The End ::